অগ্নিমান্দ্য

১। পেটে ভারবোধ হইলে ২/১ সন্ধ্যা আহার বন্ধ করিয়া দিবে। কারণ, উপবাসের ন্যায় পেটের পীড়ার ঔষধ দ্বিতীয় আর নাই।

২। আহারের সময় মাঝে মাঝে একটু ২ পানি পান করিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়; আহারের প্রথমে ও শেষে সামান্য আদা লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে অগ্নিবল বৃদ্ধি পায় এবং অগ্নিমান্দ্য বিদূরিত হয়।

৩। প্রত্যহ প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁঠচূর্ণ অথবা কেবলমাত্র শুঁঠচূর্ণ ঘৃতের সহিত খাইলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

৪। পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব লবণ, বিট লবণ, তেজপত্র, নাগেশ্বর। ইহাদের প্রত্যেকচূর্ণ ১৬ তোলা, সচল লবণ ৪০ তোলা, গোল মরিচ ৮ তোলা, জীরা ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচ ৪ তোলা, করকচ লবণ ৬৪ তোলা, অম্ল তালিমের বীজ ২০ তোলা, অম্লবেতস ২ পল, ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। মাত্রা অগ্নিবল অনুযায়ী /০ হইতে ।০ পর্যন্ত গরম পানি কিংবা ঘোলসহ সেব্য। এই ঔষধের নাম ভাস্কর লবণ ইহা 'নমকে ছোলায়মানি'র স্থলাভিষিক্ত। অজীর্ণে কপের প্রকোপ থাকিলে দেহ ভার, বমিভাব, যে দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছে ঠিক সেই রসেরই উদগার হয়।

চিকিৎসা—সমান সমান সৈন্ধব ও বচ গরম পনিতে পিষিয়া ঠাণ্ডা পানি দ্বারা সেবন করিবে। যদি উদরে অজীর্ণ বেদনা থাকে, তবে ধনে ও শুঁঠের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

অজীর্ণে পিত্তের প্রকোপ থাকিলে গাত্র ঘূর্ণন, পিপাসা, বেদনা, ধূম নির্গতবৎ অম্লোদগার, ঘাম, দাহ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসার্থে—ঠাণ্ডা পানি পান করিবে। ইহা খুব উপকারী, গলা জ্বালা পোড়া করিলে হরিতকী ও কিসমিস একত্র পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে।

অজীর্ণে—বায়ুর প্রকোপ থাকিলে পেটে বেদনা, উদরাধ্মান মল ও অধঃ বায়ুর অনির্গম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসার্থে—হরিতকী, পিপুল, কৃষ্ণ লবণ, সমপরিমাণ লইবে। দধির মাত কিংবা গরম পানিসহ সেবন করিবে। সর্ব প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও উদরাধ্মান প্রশমিত হইবে।

উদরে আধ্মান দিলে এবং উদগার না হইলে শুঁঠ, পিপুল, গোল মরিচ, হিং ও সৈন্ধব-লবণ সমপরিমাণ একত্রে বাটিয়া তদ্দ্বারা পেটে প্রলেপ দিয়া দিনে ঘুমাইলে উদরাধ্মান অজীর্ণ বিদূরিত হয়।

নানা প্রকার অজীর্ণ, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্যে শঙ্খবটী ও মহা শঙ্খবটী মহৌষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুল গাছের ছালের ক্ষার ত্রিকুট শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, হিং, মিঠা বিষ, জারিত পারদ, শোধিত গন্ধক প্রত্যেক সমান ভাগ। আপাং ও চিতামূলের সাথে অম্লবর্গের রসে এবং লেবুর রসে এরূপ ভাবনা দিবে যেন ঔষধ অম্ল রস হয়। ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে। উহার সহিত লৌহ ভস্ম ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে মহা শঙ্খবটী হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্ধক। ইহা দ্বারা অর্শ, অজীর্ণ, পাণ্ডু, শূল, প্রমেহ, বাতরক্ত ও শোথে বিশেষ উপকারী। মৌরী ভিজান পানির সহিত আহারের অর্ধ ঘন্টা পরে সেব্য।

অতিসার

কারণ—ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইবার পূর্বে পুনর্ভোজন দ্বারা এবং হঠাৎ কোন ক্রমে তরল দাস্ত হইবার পর কুপথ্য (ভাত, মাছ, গোশ্ত প্রভৃতি শক্ত খাদ্য) খাওয়ার কারণেও পরিণামে অতিসার রোগ হইয়া থাকে।

১। অতিসারে বাতের প্রকোপ থাকিলে মল অরুণ বর্ণ, রুক্ষ ও ফেনযুক্ত হইয়া থাকে, মল নির্গমকালে গুহ্য দেশে অত্যন্ত শব্দ ও বেদনা হয়। অল্প অল্প অথচ মুহুর্মুহু মল নির্গত হইয়া থাকে।

চিকিৎসার্থে পাচন—সমপরিমাণ বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্র যব। ইহাদের ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

২। পিত্তের প্রকোপ থাকিলে মল পীত, নীল বা লোহিত বর্ণ হয়। ইহাতে দাহ, তৃষ্ণা, গুহ্য দেশে জ্বালা—যন্ত্রণা, গুহ্য নাড়ীতে অনেক সময় ক্ষত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—কট্‌ফল, আতইচ, মুতা, কুড়চি—ছাল ও শুঁঠ। ইহাদের পাচন ব্যবহার করিবে।

৩। শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে— মল সাদাবর্ণ গাড় কফ মিশ্রিত ও আঁশটে গন্ধ এবং রোগীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—হরিতকী, চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদী, বচ, ইন্দ্রযব, শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

৪। ত্রিদোষজনিত অতিসারে মল গোশ্ত ধৌত পানির ন্যায়ই হইয়া থাকে এবং দোষত্রয়ের লক্ষণাদিও প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—বেড়েলা আতইচ, মুতা, শুঁঠ, বালা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ। ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

আমলকী বাটিয়া উহা দ্বারা নাভীর চারিদিকে দায়েরা (পুরু) দিয়া নাভীতে অর্থাৎ, দায়েরার মাঝে আদার রস দিয়া রাখিলে নদী বেগসম অতিসারও নিবারিত হয়।

রক্ত অতিসার—সমপরিমাণ মধু, চিনি ও ঘর্ষিত রক্ত চন্দন চালুনির সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা ইত্যাদি যাবতীয় উপদ্রব নিবারিত হয়।

কাঁটা নটের ফুল—দুই মাষা চালুনি পানিতে পিষিয়া তাহাতে একটু চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

আমরুলের শিকড় ।০ তোলা, গোলমরিচ ২/৩টি জীরা ১০/১২টি বাসী পানিতে পিষিয়া ৩/৪ দিন খাইলে রক্তাতিসার, রক্ত আমাশয় প্রশমিত হয়।

আমের কচিপাতা, জামের কচিপাতা, আমলকীর কচিপাতা একত্রে ছেঁচিয়া তাহার রস মধু ও ছাগ-দুগ্ধের সহিত খাইলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

অতিসার ও জ্বরাতিসারে আনন্দ ভৈরবরস বিশেষ উপকারী।

প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, গোলমরিচ, সোহাগার খৈ, পিপুল। প্রত্যেক সমান ভাগ পানিতে পিষিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান জীরা ভাজার গুড়া ও মধু।

প্রবাহিকা

[আমাশয়]

আমাশয় রোগের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তবে অবৈধ আহার কর্তৃক রোগটার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পেটে কামড়ানি ও মলের বিদ্ধতা থাকিলে কাঁচাবেল পোড়া, পুরাতন ইক্ষুগুড়, তিল তৈল, পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

কচি তেঁতুল পাতা ও কয়েত বেলের (ঢাকায় কাটবেল) পাতা ছেঁছিয়া তাহার রস সেবন করিলেও আমাশয় নিরাময় হইয়া থাকে।

নূতন, পুরাতন সর্বপ্রকার আমাশয় রোগে ১০/১২ বৎসরের পুরাতন তেঁতুলের শরবৎ ২/১ দিন পান করিলে দূষিত মল বাহির হইয়া যাইবে। আমাশয়ের যাবতীয় ক্লেশ দূরীভূত হইবে।

অতিসার, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি জঠর পীড়ায় নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ বিশেষ ফলপ্রদ।

কর্পূর রস—প্রবল অতিসার, জ্বরাতিসার ও গ্রহণীর রোগ সকল প্রশমিত হয়। অনুপান—ডালিম পাতার রস বা দুর্বা ঘাষের রস।

প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, আহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল, কর্পূর। প্রত্যেক সমান ভাগ। পানিতে পিষিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে।

নৃপতি বল্লভ—প্রবল অতিসার, গ্রহণী ও আমাশয়, সর্বপ্রকার উদরাময়, গুল্ম, অর্শ শূল, জ্বর, প্লীহা প্রশমিত হয়।

অনুপান—চাউলের পোড়া ভিজান, মুতার রস ও মধু।

প্রস্তুত প্রণালী—জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, জারিত লৌহ, অভ্র, জারিত পারদ, গন্ধক, জারিত তামা, প্রত্যেক এক এক ভাগ। মরিচ ২ ভাগ, আমলকির রসে পিষিয়া অর্ধ মাষা পরিমাণ বটী করিবে।

মুস্তকাদী মোদক—জঠর পীড়াতে যখন কোন ঔষধে ফল না হয়, তখন উক্ত মোদক ব্যবহার করিবে। আল্লাহ্ চাহে ত নিশ্চিত ফল হইবে। রোগারোগ্যের পরও এক সপ্তাহ পর্যন্ত উহা ব্যবহার করিবে। কুপথ্য ত্যাগ অবশ্যই করিবে।

ঠাণ্ডা পানি বা দুগ্ধের সহিত —।।০ পর্যন্ত সকাল ও সন্ধ্যায় সেবন করিবে।

প্রস্তুত প্রণালী—শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণ জীরা, যমানী, বন যবানী, (রাধুনী) মৌরী, পান, শুল্‌ফা, শতমূলী, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী, জায়ফল। প্রত্যেক ২ তোলা, মুতা ৪৮ তোলা এই সমুদয় চূর্ণ ৩ সের চিনির রসে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। নমকে ছোলায়মানী ও জাওয়ারেশে—জালিনুছ হেকিমী ঔষধদ্বয়ও পেটের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

তদ্‌বীর

১ বার সূরা-ক্বদর ও ৩ বার لَافِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ পড়িয়া নির্মল পানিতে দম দিবে। কিছু গরম পানির সহিত সেবন করিলে ওলাউঠা ও উদরাময় নিবারিত হয়।

মেশ্‌ক, জাফরান ও গোলাব পানিতে তৈরী কালি দ্বারা চিনা বরতনে সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া দৈনিক ২ বার উহা ধৌত পানি সেবন করিতে দিবে।

ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা এবং لَافِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ও তৎসঙ্গে—

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

কাগজে লিখিয়া ১ বোতল পানিতে নিক্ষেপ করত যথা নিয়মে উহা পান করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

পথ্য—অতিসার নিরামান্তে বার্লী ইত্যাদি লঘু পথ্য খাইতে দিবে।

কিছু ভাত হজম হইলে পুরাতন সুসিদ্ধ চাউলের ভাত, কৈ, মাগুর ছোট তৈল বিহীন মাছের ঝোল, পটোল, পলতা, কচি বেগুন, ডুমুর, কাঁচা আনাজী কলা, মোচা, কাগজী লেবু, ঘোল ইত্যাদি লঘু পথ্য সেব্য। মোটকথা এমন খাদ্য খাইবে যাহাতে পেট ভার কিংবা রোগের পুনঃ আক্রমণ না হয়।

কুপথ্য—যাবতীয় ডাইল, ডিম, গোশ্ত, ভাজা, পোড়া, পিঠা, ঘি, দুধ, পোলাউ, ইলিশ মাছ, বড় যে কোন মাছ।

শূল বা নিদারুণ বেদনা

প্রথম স্থির করিবে কি প্রকার বেদনা? লিভার কিংবা প্লীহার অপর দিকে বেদনা হইলে গুর্দা বেদনা হইতে পারে। গুর্দায় বেদনা হইলে উহার চিকিৎসা করিবে। লিভার বেদনা হইলে লিভারের চিকিৎসা করিবে। পাকস্থলীতে বেদনা হইলে তৎপ্রসঙ্গেই এখানে আমরা কিছু শূল চিকিৎসার উল্লেখ করিব।

পিত্তশূল—নাভীদেশে উৎপন্ন হয়। দুপুরে, অর্ধরাত্রে, ভুক্তান্নের পরিপাকের সময়, শরৎকালে উহা বর্ধিত হয়। পিপাসা, দাহ ও গাত্র ঘর্মন হইয়া থাকে। শীতল ও সুস্বাদু আহারে উপশম হয়।

চিকিৎসা—প্রতিদিন শত মূলীর রস মধূসহ সেবন করিবে। দাহ ও শূল নিবারণ হইবে। অমলকি চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে পিত্তশূল নিবারিত হয়।

কফজনিত শূল—আহারের পর, পূর্বাহ্নে এবং শীত ও বসন্তকালে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বমনবেগ, কাশ, দেহের অবসাদ, অরুচি, মুখ দিয়া পানিস্রাব, পেটে স্তব্ধতা ও মস্তকে ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, বিট লবণ, পিপুল, পিপুল-মূল, চৈচিতা মূল, শুঁঠ, হিং এই সমুদয়ের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় গরম পানিসহ সেব্য।

বতজশূল—হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠে, মূত্রাশয়ে বেদনা উপস্থিত হয়। ভুক্তান্নের পরিপাকান্তে, শয়নকালে ও বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা—সচল লবণ ১ ভাগ, তেঁতুল ২ ভাগ, কৃষ্ণ জীরা ৪ ভাগ, গোলমরিচ আট ভাগ। এই সমুদয় দ্রব্য টাবা লেবুর রসে (তোরুণ জীবন) পেষণ করত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় পানিসহ সেব্য।

ধাত্রীলৌহ—সর্ব প্রকার শূল রোগে বিশেষ উপকারী। সিকিমাত্র ঔষধ আহারের পূর্বে ও পরে এবং মধ্যে ৩ বার সেব্য। অন্নের সহিত সেবন করিতে অসুবিধা বোধ করিলে আহারান্তে একবারে ।০ পরিমাণ ঔষধ সেবন করিবে।

প্রস্তুত প্রণালী আমলকিচূর্ণ ১ সের, লৌহ চূর্ণ আধ সের, যষ্টি মধু চূর্ণ এক পোয়া আমলকির ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিবে। ভাবনার্থ আমলকী সাত পোয়া পাকে পানি ১৪ সের শেষ সাড়ে তিন সের। প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া উহা চূর্ণ করিবে এবং মাটির পাত্রে রাখিবে।

তদ্‌বীর

১। সরিষার তৈলে ৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ

২ বার ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

৩ বার وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

পড়িয়া দম দিবে। এই তৈল দৈনিক ৩ বার মালিশ করিবে।

২। পূর্বোক্ত নিয়মে ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া দৈনিক ২/৩ বার সেবন করাইবে।

৩। নিম্নোক্ত আয়াৎদ্বয় লিখিয়া তাবীজরূপে বেদনাস্থলে ধারণ করিতে দিবে। জীনের আছর প্রসূত ও অন্যান্য বেদনায় বিশেষ উপকারী। ১ বার সূরা-এখ্‌লাছ পূর্ণ এবং

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَايَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

৪। নাবালেগ ছেলে দ্বারা এক দরে কাগজ খরিদ করাইবে। বাবলা আটা ভস্ম কালি কিংবা কাল কালি দ্বারা নীচের আয়াৎ লিখিবে। মিছরিসহ তাবীজটি সবুজ কোন ফলের রসে রাত ভিজাইয়া রাখিয়া সকালে ঐ পানি সেবন করিতে দিবে। সামান্য অবশিষ্ট পানি বেদনাস্থলে মালিশ করিবে। এরূপ ২ সপ্তাহ করিবে। কিন্তু তাবীজটি এমন ঘরে বসিয়া লিখিবে যে ঘরে কোন দিন স্ত্রী সংগম হয় নাই। যেমন মসজিদ। আয়াতটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآئَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَافِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

ক্রিমি বেদনা হইলে রোগীকে চিৎভাবে শোয়াইবে। কেরোসিন তৈল নাভীসহ সমস্ত পেটে ধীরে ধীরে ভালরূপে মালিশ করিলে অল্পক্ষণের মধ্যে উহা প্রশমিত হয়।

পথ্যাপথ্য—ঐ সব খাদ্য ভক্ষণ করিবে যদ্দ্বারা পরিষ্কারভাবে পেশাব-পায়খানা হইতে থাকে এবং ঐ সব আহার ও ক্রিয়াদি হইতে পরহেয করিয়া চলিবে, যদ্দ্বারা পেশাব-পায়খানার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে।

শোথ ও জলোদরী

শোথ ও জলোদরী স্বতন্ত্র কোন রোগ নহে। ইহা অন্য কোন জড়ব্যাধির উপব্যাধি বটে। ক্রিমি, কামলা, হলিমক, অতিসার লিভার ব্যাধি প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধি উহার মূল রোগ হইতে পারে। অতএব, মূল রোগ ও কারণ ধরিয়া চিকিৎসা করিতে বিলম্ব করিবে না। উহার চিকিৎসা বিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তার, কবিরাজ, হেকীম দ্বারা করাইবে। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি চিকিৎসার কথা উল্লেখ করিতেছি, যাহা সর্বাবস্থায় মঙ্গলজনক।

পুনর্নবা, নিমছাল, পলতা, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দেবদারু, হরিতকী ইহাদের ক্বাথ ২ বেলায়ই সেব্য। ইহা শোথ রোগের মহৌষধ।

পথ্য—পানি বর্জনীয়। শুধু মানমণ্ডই উক্ত রোগীর পথ্য।

প্রস্তুত প্রণালী—মান চূর্ণ ১ ভাগ, আতপ চাউলের মিহিন গুড়া ২ ভাগ, দুধ ৪২ ভাগ একত্রে পাক করিবে।

তদ্‌বীর

১। আয়াতে কোত্‌ব এক একবার পড়িয়া সরিষার তৈলে দম দিবে, এরূপ ১৪ বার করিবে। অতঃপর ৩৩ আয়াত পড়িয়া ১ বার দম দিবে।

৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ পড়িয়া দম দিবে এবং রোগীর সর্বাংগে মালিশ করিতে দিবে।

২। ১ খণ্ড কাগজে নিম্ন আয়াৎদ্বয় লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে। এতদ্‌সঙ্গে আয়াতে শেফাও লিখা যাইতে পারে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًالِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

৩। উক্ত তদ্‌বীরদ্বয়ের সঙ্গে ৬ সপ্তাহ ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা চিনা বর্তনে লিখিয়া ৩ বেলা সেবন করিতে দিবে।

ক্রিমি

কবিরাজ শাস্ত্রবিদগণ বলেন, ক্রিমি হইতে উৎপত্তি না হইতে পারে এমন রোগ নাই। কাজেই ক্রিমি দ্বারা উদর পূর্ণ রাখা সমীচীন নহে। বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য উহা বড়ই মারাত্মক।

১। খেজুর পাতার রস একরাত্রি রাখিয়া পরদিন প্রাতে সেই বাসী পানি সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

২। ডালিমের খোসার ক্বাথে কিঞ্চিৎ তিল তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

৩। ক্রিমি যাহাতে ঊর্ধ্বগামী হইয়া নাসিকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া মৃত্যু না ঘটাইতে পারে সেজন্য ছেলেমেয়েদের নাক, কান ও গলদেশে কিছু কেরোসিন লাগাইয়া দিবে।

বিভিন্ন ঔষধালয়ে উহার বহু ঔষধ পাওয়া যায়। কাজেই আর বেশী ঔষধের উল্লেখ করিলাম না। তবে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ক্রিমি নাশ করিবে। খুব গরমের সময় ক্রিমি মারা অভিযান প্রাণনাশ করিতে পারে। খুব সাবধান। খেজুরের গুড় ক্রিমি শান্ত করিয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য—অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যবৎ জানিবে।

প্লীহা-যকৃত

বিষম জ্বর, জীর্ণ জ্বর দীর্ঘকাল থাকিলে কিংবা নবজ্বরে কুপথ্যাদি ভক্ষণ করিলে প্লীহা ও লিভার বর্ধিত হয়। ফলে উহারা কর্মে অক্ষম হইয়া যায়।

১। প্লীহার প্রথম অবস্থায় পিপুল চূর্ণ ০ দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ প্রশমিত হইয়া সতেজ ও কার্যক্ষম হয়।

২। তালের জট পোড়াইয়া সেই জট ভস্ম করিবে। কমপক্ষে ৪ মাষা পরিমাণ ভস্ম পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ দূরীভূত হয়।

৩। যমানী, চিতা, যবক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল, দন্তি ইহাদের প্রত্যেক সমপরিমাণ গরম পানির সহিত ভক্ষণ করিলে প্লীহা ও লিভার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৪। উক্ত মুষ্টি যোগে প্লীহা ও লিভার রোগ প্রশমিত না হইলে নিম্নোক্ত পাচন ব্যবস্থা করিবে। ইহা রোগদ্বয়ের মহৌষধ।

কন্টকারী, বৃহতি, শাল পানি, চাকুলে, গোক্ষুর, হরিতকী, রোড়া। এই সাতটি বস্তুর কষায় ।০ আনা যবক্ষার ও পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিবে।

রোড়াকে ময়নাও বলে। ডাক্তারী নাম Audersonia Rahitaka ল্যাটীনে Tecowa andulata.

৫। লিভার ও প্লীহা অতি বর্ধিত হইয়া শক্ত হইয়া গেলে প্রত্যহ গোমূত্রের সেক দিবে। তিল, তিসি, ভ্যারেণ্ডার বীজ, রাই, সরিষা বাটিয়া প্লীহা ও লিভারের উপর প্রলেপ দিবে।

৬। মুষ্টি যোগ বা পাচন প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত সরিষা বাটিয়া লিভার ও প্লীহার স্থানে প্রলেপ দিবে। দিন দিন উহা কোমল, ছোট ও কার্যক্ষম হইবে।

পাণ্ডু, কামলা, হলিমক

প্লীহা ও লিভার রোগ দীর্ঘদিন থাকিলে রোগত্রয় আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, পেশাব পীতবর্ণ, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, গুলঞ্চ, বাসক, কটকী, চিরতা, নিমছাল ইহাদের ক্বাথ মধুসহ সেবন করিলে রোগত্রয়ের উপশম হয়। কাঁচা ও পাকা পেঁপে, গাঁজর, মূলা উহার প্রধান খাদ্য ও ঔষধ।

তদ্‌বীর

১। প্লীহা পেটের বাম ও লিভার পেটের ডান পার্শ্বে অবস্থিত। নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া তাবীজরূপে উহার উপর ধারণ করিলে প্রশমিত হয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

২। নিম্নলিখিত তাবীজ ব্যবহারে বহুস্থানে আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়াছে। প্রায়ই ৭ দিনে উপশম হইয়া থাকে।

٧٨٦ح اب ح فاح ناح و دبوج ع هرح ماع و يرويح حاميا و طايرا و و ع ع محاحا و سلوهم

ليلكطاع لح دلى اجيبوا يا خدام الاسماء برفع الطحال عن هذا الاذى ـ

কাগজে লিখিয়া তাবীজ বানাইবে। গলায় এমনভাবে ধারণ করিবে, যেন উহা প্লীহা বা লিভার বরাবর থাকে।

৩। বুধবার অথবা শনিবার নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া ধারণ করিতে দিবে ৭ দিনে প্লীহা বা লিভার ছোট হইয়া যাইবে।

صل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عا عا عا عا

عا عا عا عا عا عا حا

৪। সীসার তখ্‌তীর উপর নিম্নোক্ত তাবীজ অঙ্কন করিবে। প্রথম সপ্তাহ প্লীহা সোজা, দ্বিতীয় সপ্তাহ লিভার বরাবর ধারণ করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ প্রশমিত হয়।

واح اح ع ا ما لا ما ما دا
ای ورم واح ردهم
مالا لکلوع

৫। হৃদরোগের ৭ নং তদ্‌বীর অবশ্যই করিবে। উহা দ্বারা দুর্জয় প্লীহা লিভারও সংশোধিত হইয়া থাকে। লিভার বড়, শক্ত হইয়া গেলে নিশ্চয়ই উহা ব্যবহার করিতে দিবে।

৬। লিভার ও প্লীহাতে বেদনা থাকিলে চিনা বরতনে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিবে। পানি দ্বারা ধৌত করিয়া পান করিতে দিবে। খোদা চাহে ত আশাতীত সুফল হইবে।

٥٥٥٥ ١١ ع ع ع ع ع ع ع ٥ موم -

৭। আকস্মিক লিভার বেদনায় বোতলে গরম পানি পুরিয়া সেক দিবে। বেদনার উপশম হইবে।

৮। জুতা পরিধান করিতে প্রথম ডান পা দিবে। খুলিতে বাম পা খুলিবে। প্লীহা বেদনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ যতই নিরীক্ষণ করিবে, রাসূলে পাকের সুন্নতের মহত্ত্ব ততই প্রকাশিত হইবে।

৯। সূরা-মোমতাহেনা পাক চিনা বরতনে লিখিবে এবং ধুইয়া খাইতে দিবে।

১০। এক টুক্‌রা পাতলা চামড়ার উপর নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া প্লীহা বরাবর ধারণ করিবে। শনিবার লিখিয়া ধারণ করিবে, শুক্রবার খুলিয়া রাখিবে। প্লীহা রোগে ইহা বুযুর্গানে দীনের বহু পরীক্ষিত।

١٨٩٧٢	محمد الى راى	اداح ح هم ما مل ملما

صا لح صح و صح م له صا لح دون مانع من الى ان تبصره و مره۔

১১। নীচের তাবীজটি লিখিয়া বাম হাতের বাজুতে বাঁধিবে।

٣٢٩١٨٤٩٥٢ ح ح د د صوع

১২। শনিবার সূর্যোদয়ের পূর্বে লিখিয়া পশমের দড়ি দ্বারা পৈতার ন্যায় ডান পার্শ্বে বাঁধিবে।

ح ح ه د م ص ها ا ص
اح اح ماتت الى الابد

১৩। কামলা, হলিমক ও পাণ্ডু রোগে পানি ও সরিষার তৈলে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যহ ৩ বার গোসল করিতে দিবে। চিনা বরতনে আয়াতে শেফা লিখিয়া ৬ সপ্তাহ দৈনিক ২ বার সেবন করিতে দিবে।

সুপথ্য—কাঁচা ও পাকা পেঁপে, পটল, পিপুল শাক, মটর শাক, ঝিংগা ও কাকরোল, কচি বেগুন, করেলা, উচ্ছে প্রভৃতি।

কুপথ্য—সর্বপ্রকার ডিম, ডাইল, মাংস, তৈলাক্ত মাছ প্রভৃতি গুরুপাক শক্ত দ্রব্য।

গুর্দা

গুর্দা পাকাশয় হইতে রস সংগ্রহ করিয়া থাকে। গুর্দা হইতে ঐ পরিষ্কৃত পানি ফোঁটা ফোঁটা করিয়া মূত্রাশয়ে জমা হইতে থাকে। এই পানিই মূত্র। গুর্দা সবল সতেজ ও কার্যক্ষম হইলে ভুক্তদ্রব্যাদি পাকাশয়ের ভিতরেই থাকে এবং সে পরিষ্কৃত রসই সঞ্চয় করিয়া থাকে। গুর্দা রোগাক্রান্ত হইলে রসের সহিত খাদ্যের মিহিন কণিকাসমূহ গুর্দা কিংবা মূত্রাশয়ে জমাট হইয়া ক্রমশঃ পাথরী পর্যন্ত হইতে পারে। খুব বেশী এবং অনবরত বরফ পান করিলে গুর্দা কমজোর হইয়া থাকে।

১। গুর্দার বেদনাও অতি প্রকট হইয়া থাকে। গরম পানি বোতলে পুরিয়া সেঁক দিবে। সেঁক-কার্য গুর্দা বেদনায় বিশেষ উপকারী।

২। ৩ মাষা দারুচিনি, ৩ মাষা রুমিমস্তগি অতি মিহিন করিয়া রওগনে গোলের সহিত একটু গরম করিয়া মালিশ করিলে বেদনার উপশম হয়।

৩। গুর্দার প্রচণ্ড বেদনা হইলে ।২/ ছটাক এরণ্ডের তৈল মৌরি ভিজান পানির সহিত সেবন করিলে কয়েকবার দাস্ত হইয়া গুর্দা পরিষ্কৃত হইবে। বেদনার উপশম হইবে।

৪। জাওয়ারেশে জালিনুছ বিশেষ ফলপ্রদ।

সুপথ্য—ছাগ, মুরগী, পাখীর গোশ্‌তের জুশ, গমের রুটি, ডাব ও কাগজি লেবু খুব উপকারী।

কুপথ্য—ডিম, গোশ্‌ত, ডাইল, ভাজাপোড়া, ভাত, পিঠা বিশেষ ক্ষতিকর।

মূত্রাশয়

নানা কারণে বিশেষতঃ শুক্রক্ষয় এবং বদহজমীর দরুন ও প্রস্রাবের বেগ ধারণের পরিণামে মূত্রাশয় দুর্বল হইয়া থাকে।

বহু মূত্র—এই রোগে সর্বদেহস্থ পানি পদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রাশয়ে উপস্থিত হয়। মূত্রমার্গ দিয়া অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হয়। দিন দিন শরীর ক্ষীণ ও অবসাদ প্রাপ্ত হয়। পিপাসাও বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা—১। পাকা কাঁঠালী কলা ১টা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা, দুধ ।/ পোয়া একত্র ভক্ষণ করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

২। কচি তাল বা খেজুরের মূলের রস ও কাঁঠালী কলা দুগ্ধসহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাইলে বহুমূত্র প্রশমিত হয়।

অল্পমূত্র বা মূত্র রোধ— নিদারুণ জ্বলা-যন্ত্রণার সহিত অবাধে অল্প পরিমাণ প্রস্রাব হইলে নারিকেলের ফুল চালুনি পানিতে পিষিয়া খাইলে উহা নিবারিত হয়।

উক্ত ব্যাধিতে মলাবদ্ধ থাকিলে গোক্ষুর বীজের কাথে একটু যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্ররোধ, জ্বালা-যন্ত্রণা বিদূরিত হয়। পাথর কুচার পাতা লবণের সহিত চিবাইয়া রস ভক্ষণ করিলেও উপকার হয়।

অল্প যাতনার সহিত বাধ বাধভাবে অল্প মাত্রায় প্রস্রাব হইলে কুমড়ার রসে যবক্ষার ও পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত, অশ্মরী শর্করা নিবারিত হয়।

তেলাকুচার মূল কাজিতে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

চালুনি পানিতে রক্ত চন্দন ঘষিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

সমপরিমাণ ইছবগুলের ভুসি ও তোখ্‌মা দানা মিছরির সহিত ১ রাত্র ভিজাইয়া সকালে খালি পেটে পান করিলে আশাতীত সুফল পাওয়া যায়।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে ৩টি পাকা দয়া কলা (এটে কলা) খুব কচ্‌লাইবে অতঃপর ১।।০ মানকচুর ডগা কুচি কুচি করিয়া কলার সহিত একত্রে খুব উত্তমরূপে ছানিবে। একটা মেটে পাত্রে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে। যে রসটুকু উহা হইতে বাহির হইবে; ঐ রস রোগীকে সেবন করাইবে। খোদা চাহে ত সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্রাব হইয়া যাইবে।

কবুতরের পায়খানা পানিতে বেশ গরম করিয়া একটি টবে ঐ ফুটন্ত পানি রাখিয়া দিবে। রোগীকে সহ্যমত ঐ গরম পানিতে নাভী পর্যন্ত ভিজাইয়া বসাইবে। পানি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিলে প্রস্রাব হইয়া যাইবে।

বৃহৎ সোমনাথ রস বা বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস বিশেষ উপকারী। পূর্ণ চিকিৎসা কোন বিজ্ঞ হাকীম বা কবিরাজ দ্বারা করাইবে।

তদ্‌বীর

সূরা-ফাতেহা	১ বার	
قُلْنَا يَانَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ـ		
وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَ خْسَرِيْنَ ـ	৩ বার	একবার দম
ফাতেহা শরীফ	১ বার	একবার দম
سَلَامٌ قَوْلًامِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ	৩ বার	
ফাতেহা শরীফ	১ বার	
সূরা-জীন প্রথম হইতে شططا পর্যন্ত	২ বার	একবার দম
ফাতেহা শরীফ	১ বার	
সূরা-কাফেরূণ	১ বার	একবার দম
ফাতেহা	১ বার	
সূরা-এখ্‌লাছ	১ বার	একবার দম
ফাতেহা	১ বার	
সূরা-ফালাক	১ বার	একবার দম
ফাতেহা	১ বার	
সূরা-নাস	১ বার	একবার দম
ফাতেহা	১ বার	
لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰ خِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○	২ বার	একবার দম

উক্ত নিয়মে ১ বোতল পানিতে দম দিবে। সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফাসমূহ একখণ্ড কাগজে লিখিয়া পানিতে ভিজাইয়া দিবে। প্রত্যহ ঐ পানি ৩ বার সেব্য। নিম্নলিখিত তদ্‌বীর

চিনা বরতনে লিখিয়া ধৌত করিবে। উহা রোগীকে সেবন করিতে দিলে তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ رمص نفخ و شفوا بفضل الله عز و جل ـ

সুপথ্য—ডাব, কাগজী, মওসুমী ফল ইত্যাদি লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য।

কুপথ্য—গুরুপাক ভাজা পোড়া, মরিচ ইত্যাদি কষায় রস অহিতকর।

অনবরত পেশাব হইতে থাকিলে পাঁঠা ছাগলের কয়েকটা খুর ভস্ম করিয়া ঐ ভস্ম পানিতে নিক্ষেপ করত পান করিতে দিবে। খোদা চাহে ত উহা নিরাময় হইবে।

পাথরী

কারণ—পাথরী একটা মারাত্মক ও প্রাণনাশক ব্যাধিও বটে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, গুর্দা সতেজ ও সবল না হইলে ভুক্ত দ্রব্যের সূক্ষ্ম কণিকা সকল গুর্দার ভিতর জমা হইয়া আস্তে আস্তে পাথরীতে পরিণত হয়। প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিলেও মূত্রাশয়ের মধ্যে তলানি জমাটাকারে ক্রমশঃ শক্ত আকার ধারণ করিতে পারে।

সঙ্গম, মৈথুন ও স্বপ্নদোষ হেতু ক্ষরিত শুক্র বাহির হইতে না দিয়া যাহারা উহা রোধ করিয়া থাকে এহেন মূর্খদেরও পাথরী হইতে পারে। পাথরী অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, পাথর বড় হইয়া গেলে অপারেশন ছাড়া কোন ঔষধে ভাল হয় না বলিলেও চলে।

লক্ষণ—ডান কিংবা বাম পায়ের অথবা উভয় পায়ের উরু ভারবোধ হয়। পুরুষাঙ্গের তলদেশ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত যে সেলাইয়ের ন্যায় রহিয়াছে তথায় অসহনীয় বেদনা উপস্থিত হয়। তলপেটেও বেদনা হয়। বেদনাস্থল স্পর্শ করাও কষ্টদায়ক। প্রতি মুহূর্তে পেশাবের বেগ হয় কিন্তু অতি যন্ত্রণার সহিত সামান্য পেশাব বাহির হইয়া আবার বন্ধ হইয়া যায়। রোগী তখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে থাকে। যবাহ্‌কৃত মোরগের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ও করে। এ মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির আক্রমণ হইবার পূর্বেই সর্তকতা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চিকিৎসা—(ক) বরুণ ছাল, শুঠ ও গোক্ষুর। ইহাদের পাচন ২ মাষা যবক্ষার, ২ মাষা পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিলে পাথরী বিচূর্ণ হইয়া যায়।

(খ) তাল মূলী বাসী পানির সহিত বাটিয়া খাইলেও পাথরী প্রশমিত হয়।

(গ) ছাগদুগ্ধ মধু ও গোক্ষুর বীজচূর্ণ পান করিলে পাথরী প্রশমিত হয়।

(ঘ) ছোট এলাচ, যষ্টি মধু, গোক্ষুর, রেণুকা, এরণ্ড মূল, বাসক, পিপুল পাষণ ভেদী। ইহাদের সাথে শিলাজুত প্রলেপ দিয়া পান করিলে প্রস্রাবের ক্ষয় ও পাথরী বিনষ্ট হয়।

(ঙ) পাথর কুচার পাতা লবণের সহিত চিবাইয়া খাইলেও বিশেষ ফল হয়।

(চ) এসিড ফস ৩০× বিশেষ উপকারী, পাথর বাহির করিয়া দেয়।

(ছ) কবিরাজী ঔষধ—আনন্দযোগ ছাগ-দুগ্ধে সেবন করিলে পাথরী বিচূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যায়।

হেকিমী ঔষধ—কোশতায়ে হাজারুল ইয়াহুদ, জাওয়ারেশে জালিনুছের সহিত সেবন করিলেও পাথর চূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যায়।

তদ্‌বীর

নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া নাভীর বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

رَبُّنَا اللهُ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَ رْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَآءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَ رْضِ وَ اغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَ خَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ فَاَنْزِلْ شِفَآءً مِّنْ شِفَآءِكَ وَ رَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ ـ

সূরা-এনশেরাহ (الم نشرح) পূর্ণ; রেশমের এক টুকরা কাপড় কিংবা সাদা কাগজে লিখিয়া ১ বোতল পানিতে পুরিবে। রোগীকে ৪০ দিন সেবন করিতে দিবে।

নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ চিনা বরতনে লিখিবে। পানি দ্বারা ধৌত করিয়া প্রত্যহ ১ বার সেবন করিলে পায়খানা ও পেশাব ঠিকমত হইবে। পাথরী বিচূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا ـ وَ حُمِلَتِ الْاَ رْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَ انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ـ

প্রস্রাব বন্ধ হইয়া থাকিলে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া তাবীজরূপে নাভীর নীচে ধারণ করিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا ـ فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا الْاَ رْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَا الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْقُدِرَ ـ

নীচের তাবীজটি চিনা বরতনে লিখিয়া ধৌত করিয়া খাইলেও প্রস্রাব হইয়া থাকে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَاِذِاسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ (اِلٰى) مُفْسِدِيْنَ ـ

সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা বরতনে লিখিয়া ধৌত করিয়া নিয়মিত পান করিলে উপকার হইবে।

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, ছোট মাছের ঝোল, বেগুন, কদু, পটল, ঝিঙ্গে, ডুমুর, মানকচু, থোর, মোচা প্রভৃতি ব্যঞ্জন, পাখীর গোশ্‌ত, মুগ, মাষকলায়ের ডাল, দুগ্ধ, ঘোল, তাল ও খেজুরের মাতি, কচি তালশাঁস, কোমল নারিকেল ও চিনি প্রভৃতি লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য।

কুপথ্য—যাবতীয় মিষ্টিদ্রব্য, টক্ গুরুপাক দ্রব্য, দধি, পিঠ, তৈলে ভাজা দ্রব্য, মৈথুন, রাত্রি জাগরণ, পথ পর্যটন, অহিতকর।

জরায়ু

মেয়েদের নাভীর নীচে মূত্রাশয় এবং উহার নীচেই জরায়ু। জরায়ুর সহিত যোনির অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক। জরায়ু সবল ও কার্যক্ষম হইলে নানাপ্রকার ব্যাধি হইতে নিরাপদ থাকে। পক্ষান্তরে জরায়ু রোগাক্রান্ত নারী বহু প্রকার কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে জরায়ু রোগাক্রান্ত না হয়।

কারণ—অধিক পরিমাণ স্বামী সহবাসে ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দিন দিন উহা দুর্বল হইয়া যায়।

ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে অকালে গর্ভপাত করাইলে কিংবা বিশেষ কোন ব্যাধির কারণে অসময় গর্ভপাত হইলেও জরায়ু দুর্বল হইয়া যায়। অতিরিক্ত মরিচ, পিঁয়াজ প্রভৃতি কটু ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলেও উহা দুর্বল হইয়া যায়।

অনিয়ম, বেনিয়ম এবং অনুপযুক্ত আহারাদির দরুন ঋতুস্রাব যথা নিয়ম না হওয়াতেও জরায়ু ব্যাধি দেখা দিয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় লম্ফ-ঝম্ফ এবং জোরপূর্বক সন্তান প্রসব করাতে, প্রবল কাশিতে ও আমাশয়ে অনেক সময় জরায়ুর মুখনালি যোনী দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। কোন কোন মেয়ের ঐ বহিরাগত নালী এত বড় ও শক্ত হইয়া যায় যে, তখন অপারেশন ছাড়া উহার চিকিৎসাই অসম্ভব হইয়া যায়।

ঋতু বন্ধ—গাজরের বীজ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ অগ্নিপাত্রের মুখে একটা ঢাকনি দিবে এবং ঢাকনিতে একটি ছিদ্র আগেই করিয়া লইবে। ঢাকনির ছিদ্র দিয়া যে ধূম নির্গত হইবে যোনি দ্বার দিয়া উহা জরায়ু পর্যন্ত পৌঁছিতে দিবে। —বেহেশ্‌তী জেওর। মানুষের চুলের ধূম উল্লেখিত নিয়মে জরায়ুতে পৌঁছিবে। ইহাতে ঋতু বন্ধ, ঋতুর অনিয়ম ও ব্যতিক্রম বিদূরিত হইবে।

—হায়াতুল হায়ওয়ান

জরায়ু দোষে বাধক বেদনা হইয়া থাকে, এই বেদনা উপশমার্থে চিকিৎসা—ফুটের দানা ⁄ ছটাক, গোক্ষুর ⁄ ছটাক, বিড়ঙ্গ ⁄ ছটাক, মৌরি ⁄ ছটাক এই সমুদয় চূর্ণ করত ⁄২ সের পানিতে জ্বাল দিবে। অর্ধ সের থাকিতে নামাইয়া লইবে। প্রত্যহ ⁄ ছটাক, এক সপ্তাহ পর্যন্ত সেবন করিবে।

ওলট্‌কম্বলের মূলের ছাল অর্ধ তোলা, ৭টা গোলমরিচের সহিত পিষিয়া ঋতুর ২/৩ দিন আগে হইতে ঋতুর পরও ২/৩ দিন পর্যন্ত ভক্ষণ করিতে দিবে। সকল প্রকার বাধক নির্মূল হইয়া যাইবে। কাল তুলসীর শিকড়, ২১টি গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে বাধক আরোগ্য হইয়া যায়।

অধিক রক্তস্রাব

সন্তান প্রসবান্তে, ঋতুকালে কাহারও অধিক রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

অর্ধ ছটাক দুর্বার রস চিনির সহিত দৈনিক ৩ বার সেবন করাইলে স্ত্রীলোকের অধিক রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

ডালিমের খোসা ২ তোলা, ডালিমের ফুলের মোচা ২ তোলা, মাজু ফল ২ তোলা, ২০ সের পানিতে জ্বাল দিয়া টবে পুরিবে। সহ্য মত উক্ত গরম পানির মধ্যে কোমর পর্যন্ত ভিজাইয়া বসিবে। পানি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিবে। খোদা চাহে ত রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

গেরো মাটি ১ তোলা, ছঙ্গে জারাহাত ১ তোলা, মাজুফল ১ তোলা, ইহাদের চূর্ণ ।০ তোলা ঠাণ্ডা পানির সহিত সেব্য।

তদ্‌বীর

এক ছটাক খাঁটি সরিষার তৈলের সহিত ১ তোলা কর্পূর মিশ্রিত করিবে। .... افحسبتم خير الرحمين পর্যন্ত ৩ বার পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যহ ৪/৫ বার তলপেট, কোমর এবং জরায়ু সোজাসুজি মালিশ করিবে। এই তৈল ব্যবহারের সঙ্গে নিম্নোক্ত তাবীজটিও জরায়ু বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ـ اَوَلَمْ يَرَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ১ খণ্ড কাগজে লিখিবে—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِىْ مَاءَكِ وَيٰسَمَاءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ ـ

তাবীজ বানাইয়া কোমরে ধারণ করিবে।

উক্ত আয়াতদ্বয় ৩ বার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পানি দ্বারা হাত, মুখ ও পা ধৌত করিতে দিবে। কিছু খাইতেও দিবে।

প্রবল রক্তস্রাবে সম্ভব হইলে উক্ত তদ্‌বীরদ্বয়ের সহিত ঐরূপ পড়া পানি ১টি টব বা চৌবাচ্চায় পুরিয়া রোগিনীকে প্রত্যহ সকাল ও বৈকালে ১ ঘণ্টা করিয়া কোমর পর্যন্ত ভিজাইয়া বসিতে দিবে। খোদা চাহে তো রোগ নিরাময় হইবে।

ফাতেহাসহ চিনা বরতনে আয়াতে-শেফা লিখিয়া ধৌত করিয়া ঐ পানি সেবন করিতে দিবে।

প্রবল রক্তস্রাবে চলাফেরা করা নিষিদ্ধ।

শ্বেত প্রদর

ইহা ভয়ানক কুৎসিত ব্যাধি। স্ত্রীলোকে যদি অতিরিক্ত মরিচ, তিক্ত, রস, টক্ প্রভৃতি অনুপযুক্ত কুখাদ্য বহুল পরিমাণ ভক্ষণ করে, তবেই এই রোগ দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কোষ্ঠ কাঠিন্যের কারণেও রক্তস্রাব হেতু জরায়ু দুর্বল হইয়া যায়। অনেকের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও তিরোহিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—রোগের কারণ বর্জন করিবে। ১টি কাঁটা নটের শিকড় ৩টি গোল মরিচের সহিত বাটিয়া প্রত্যহ খাইলে শ্বেত প্রদর বিনষ্ট হয়। আপাং এর শিকড় বাটিয়া খাইলে রক্ত প্রদর বিনষ্ট হয়। নিম্নলিখিত পাচন মধুসহ দৈনিক ১ বার সেবন করিলে শূল, পীতবর্ণ, শ্বেত বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও অরুণ বর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় প্রদর বিনষ্ট হয়। দারু হরিদ্রা রসাঞ্জন, মুতা, ভেলা, বেল, বাসক, চিরতা। ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে উক্ত নিয়মে পান করিবে।

তদ্‌বীর

মূত্রাশয় অধ্যায়ের প্রথম তদ্‌বীরে যে পানি পড়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে উহা শ্বেত প্রদরে অবশ্যই ব্যবহার করিতে দিবে।

আয়াতে শেফা চিনা বরতনে ফাতেহাসহ লিখিয়া খাইতে দিবে।

জরায়ুতে জখম কিংবা চুলকানি হইলে বা ফুলিয়া গেলে এক ছটাক সরিষার তৈল লইবে এবং উহাতে নিম্নোক্ত নিয়মে আয়াতসমূহ পড়িয়া দম দিবে ভিতরে বাহিরে ব্যবহার করিতে দিবে।

১০ বার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّوَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

১০ বার مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا

৩ বার وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِىْ ..... الظّٰلِمِيْنَ

৩ বার قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ -

উক্ত আয়াতসমূহ এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া জরায়ু বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

শ্বেত ও রক্ত প্রদরে মেশ্‌ক জাফরান ও গোলাব নির্মিত কালি দ্বারা যথা নিয়মে ২টি তাবীজ লিখিবে। ১টি বাম হাতের বাজুতে, অপরটি পানিতে ভিজাইয়া ঐ পানি সেবন করিতে দিবে। তাবীজটি এই—

٧٨٦

رب	من	قولا	سلام
رحيم	رب	من	قولا
مشكل	رحيم	رب	من
كشايو	مشكل	رحيم	رب

بياض يعقوب -

ঋতু বন্ধ হইলে অনেকে হঠাৎ জ্ঞানহীন অচেতন হইয়া পড়ে। অনেকে ইহাকে জীনের আছর বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোন দুর্গন্ধ বস্তু শুঁকিয়া দিলে যদি চেতনা লাভ করে, তবে মনে করিবে উহা ঋতু বন্ধ হেতু উৎপন্ন হইয়াছে। এমতাবস্থায় স্রাব পরিষ্কার হইবার চিকিৎসা করিলেই সুফল হইবে। ঋতু হইতে পাক হইবার পর কিছুটা কস্তুরি নেকড়াযুক্ত করিয়া লজ্জাস্থানে ধারণ করিলে এরোগ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

গর্ভ

স্বামীর শুক্রে কীটাদি না থাকিলে কিংবা অন্য কোন কারণে স্ত্রীর সব কিছু যথাযোগ্য ঠিক থাকিলেও সন্তান পয়দা হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

স্বামীর কোন ত্রুটি নাই কিন্তু স্ত্রীর শ্বেত প্রদর, বাধক কিংবা ঋতু বন্ধ থাকিলে গর্ভ সঞ্চার হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করাইবে।

১। স্ত্রীর অজ্ঞাত সারে ঘোটকীর দুধ পান করাইয়া তখনই স্ত্রীসহবাস করিলে গর্ভের সূচনা হইয়া থাকে।

২। হাঁসের ভাজা অণ্ডকোষদ্বয় স্বামী ভক্ষণ করিয়া তখনই (স্ত্রীগমন করিলে গর্ভধারণ হইয়া থাকে।

৩। ঋতুর শেষ তিন দিন দৈনিক ৩ বার মানুষের চুলের ধুঁয়া জরায়ুতে দিবে এবং ঋতু বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে গোসল করিয়া স্বামী সঙ্গ লাভ করিলে চির বন্ধ্যার সন্তান লাভ হয়।

৪। মোরগের কোষদ্বয় ভস্ম করিয়া উহা পানির সহিত প্রতিদিন খালি পেটে স্ত্রীকে সেবন করাইবে।

গর্ভবতীর সাবধানতা

যাহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা, দাস্ত ও আমাশয় হইতে না পারে সেজন্য সর্বদাই আহারে বিচার করিয়া চলিতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোষ্ঠ কাঠিন্যের দরুন পেটে তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাজা বা শুকনা গোলাব ফুলের পোড়া পাতা ১০।০ মাষা আধা পোয়া গোলাব পানিতে সারা রাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। সকালে মিছরির সহিত খুব ভালরূপে পিষিয়া উহা ভক্ষণ করিবে। ২/১ বার দাস্ত হইয়া পেট পরিষ্কার হইবে; বেদনা উপশম হইবে, পাকাশয় সবল ও সতেজ হইবে। গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকিবে না। গর্ভবতীর পোড়ামাটি খাইবার অভিলাষ হইতে থাকিলে সামান্য ভক্ষণ করিলে অবশ্য কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই; কিন্তু না খাওয়াই উত্তম। উপরি উক্ত নিয়মে গোলাব পাতার ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্ষুধা মন্দা হইলে মিষ্টান্ন ও তৈলাক্ত পদার্থ ভক্ষণ কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখিবে। উক্ত গোলাব পাতার ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বমি আসিলে বন্ধ করিবে না; অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বমিও করিবে না।

গর্ভবতীর হৃৎকম্প দেখা দিলে ২/১ ঢোক গরম পানি পান করিতে দিবে। চলা ফিরা করিবে। ইহাতে পূর্ণ উপশম না হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। দাওয়াউল মেছক-মোতাদিল সেবন করাইবে। ৫ মাষা হইতে ৯ মাষা।

আমাশয় হইতে পারে এমন আহার কখনও করিবে না। কারণ প্রবল আমাশয়ের কুন্থনে সন্তান রক্ষা করা দুসাধ্যও বটে। একান্ত আমাশয় হইয়া গেলে ১০/১৫ বৎসরের পুরাতন তেঁতুলের শরবৎ পান করিতে দিবে।

গর্ভবতীর রক্তস্রাব

প্রবল বেদনার সহিত রক্তস্রাবের পরিণামে সন্তান বিনষ্ট হইয়া থাকে। রক্তস্রাব দেখাদিলে অবিলম্বে উহার চিকিৎসা করিবে।

১ম মাসে রক্তস্রাব উপস্থিত হইলে উহার প্রতিকারার্থে যষ্টি মধু, ক্ষীর কাকোলী ও দেবদারু।

২য় মাসের রক্তস্রাবে আমরুল, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী।

৩য় মাসের রক্তস্রাবে পরগাছা, ক্ষীর কাকোলী, নীলোৎপল, অনন্ত মূল।

৪র্থ মাসের স্রাবে শ্যামা লতা, রাস্না, বামুন হাটী, যষ্টিমধু, অনন্ত মূল।

৫ম মাসের স্রাবে বৃহতি, কণ্টকারী, গম্ভারীফল, বট বৃক্ষের ছাল, শুঙ্গা ও ঘৃত।

৬ষ্ঠ মাসের রক্তস্রাবে—চাকুলে, বেড়েলা, শজিনাবীজ, গোক্ষুর, যষ্টিমধু।

৭ম মাসের রক্তস্রাবে পানি দল, পদ্ম মৃনাল কিস্‌মিস, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি।

৮ম মাসের রক্তস্রাবে কয়েত বেল, বৃহতি, কণ্টকারী, ইক্ষু ইহাদের মূল এবং পলতা।

৯ম মাসের স্রাবে যষ্টিমধু, অনন্ত মূল, ক্ষীর কাকোলী, শ্যামালতা, থেতো করিয়া দুগ্ধ পাক করিবে। এই দুগ্ধ উপযুক্ত মাত্রায় গর্ভবতীকে পান করিতে দিবে। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

গর্ভবতীর অকাল বেদনা

১ম মাসের বেদনায়—শ্বেত চন্দন, শুলফা, চিনি, কাষ্ঠ মল্লিকা, এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া চালুনি পানিতে বাটিবে। দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে। পথ্য দুধ ভাত।

২য় মাসের বেদনায়—পদ্ম, পানিফল, কেশুর চালুনি পানিতে পিষিয়া চালুনি পানিসহ সেব্য। ইহাতে বেদনার উপশম ও গর্ভের স্থিরতা হয়।

৩য় মাসের বেদনায়—ক্ষীর কাকোলী, কাকোলী, আমলকী পিষিয়া গরম পানিতে সেবন করিতে দিবে।

৪র্থ মাসের বেদনায়—উৎপল, শালুক, কণ্টকারী, গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ সেব্য।

৫ম মাসের বেদনায়—নীলোৎপল, ক্ষীর কাকোলী দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুধ, ঘি ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

৬ষ্ঠ মাসের বেদনায়—টাবা লেবুর বীজ, যষ্টিমধু, রক্ত চন্দন, নীলোৎপল, দুগ্ধে পেষণ করত পান করিতে দিবে।

৭ম মাসের বেদনায়—শতমূলী ও পদ্মমূল বাটিয়া দুগ্ধসহ সেব্য।

৮ম মাসের বেদনায়—শীতল পানিতে পলাশপত্র বাটিয়া খাওয়াইবে।

৯ম মাসের বেদনায়—এরণ্ডমূল, কাকোলী শীতল পানিতে পিষিয়া সেবন করিতে দিবে। অবশ্য ৯ম ও ১০ম মাসের প্রসব বেদনা বুঝিলে আর বেদনা উপশমের চিকিৎসা করিবে না।

অসময় বা অকালে গর্ভ পাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; কেশর, পানিফল, পদ্ম কেশর, উৎপল, মুগাণি ও যষ্টিমধু। এই সমুদয় দ্রব্যের কল্কোসিদ্ধ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেব্য। পথ্য কেবলমাত্র দুধ ভাত। বকরীর দুধ ৵০ ছটাক মধু ২ মাষা কুম্ভকারের মর্দিত কর্দমী ৪ মাষা একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়।

গর্ভবর্তী নানাবর্ণের অতিসার, গ্রহণী, জ্বর, শোথ, শূল নিবারণার্থে লবঙ্গাদি চূর্ণ বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুলদা, ডালিম ফলের খোসা, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, শিমূলের আটা, নীল সুদীমূল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ আতইচ, কাক্‌ড়া শৃঙ্গি, খদির ও বালা। প্রত্যেক সমান ভাগ চূর্ণ ভীমরাজের রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিবে। অনুপান ছাগ-দুগ্ধ মাত্রা ১০ হইতে ।০ পর্যন্ত। গর্ভচিন্তামণি রস—ইহা সেবনে গর্ভবতীর জ্বর, দাহ, প্রদাহ, প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা সূতিকা রোগও বিনষ্ট হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—রস সিন্দুর, রৌপ্য, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা অভ্র ৪ তোলা কর্পূর, বঙ্গ, তাম্র, জায়ফল, জৈত্রী, গৌক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলার মূল প্রত্যেকটি ১ তোলা পানিতে মর্দন করিয়া ২ রতি বটি তৈয়ার করিবে।

সুপথ্য—আঙ্গুর, পেয়ারা, ছেব, নাশপতি, ডালিম, আম, জাম, আমলকী, ছোট পাখী ও খাসির এবং বক্‌রীর গোশ্‌ত। গমের রুটী, মুগ, মাখন, ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, মিছরি, কলা, কিসমিস, মোনাক্কা, আন্‌জীর, মধুর দ্রব্য, চন্দন, ঘোল, স্নান, কোমল শয্যায় শয়ন সামান্য পরিশ্রম প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর দ্রব্য।

কুপথ্য—রেউচিনি, ছোলা, মূলা, গাঁজর, হরিণের গোশ্‌ত, অতিরিক্ত ঝাল, বেশী টক ও তিক্ত দ্রব্য, তরমুজ, অধিক মাষকলায়ের ডাল, বিবাদ, অতি ভোজন, রাত্রি জাগরণ, অপ্রিয় দর্শন, অধিক ব্যায়াম, বেশী ভার বহন, দিবানিদ্রা, শোক, ক্রোধ, ভয়, মলমূত্রের বেগ ধারণ, উপবাস, চিৎভাবে শয়ন, উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়া, অধিক পরিমাণ জুলাপ, ক্যাষ্টার ওয়েল ব্যবহার, চতুর্থ

মাসের পূর্বে এবং সপ্তম মাসের পরে স্বামী সহবাস, সুগন্ধি ব্যবহার বিশেষতঃ নবম মাসের পরে, অলসতা, সর্দি কাশি প্রভৃতি অহিতকর ও নিষিদ্ধ।

তদ্‌বীর

১। গর্ভধারণ ও রক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় কাগজে লিখিয়া স্ত্রী লোকের কোমরে ব্যবহার করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَاللهُ خَيْرٌحَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ اَللهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَ رْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২। যাহাদের সন্তানই হয় না কিংবা গর্ভে মরিয়া যায় তাহাদের মাথার তালু হইতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী পরিমাণ হলুদ রংয়ের কাঁচা সূতা লইবে। নয়টি গিরা দিবে, প্রত্যেকটি গিরায় নিম্নোক্ত আয়াৎ পড়িয়া ১ বার ফুঁক দিতে যাইবে। অতঃপর উহা স্ত্রী লোকের গলায় কিংবা কোমরে ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَاصْبِرْوَمَاصَبْرُكَ اِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ

এ সঙ্গে সূরা-কাফেরূণও এক একবার করিয়া পড়িবে।

৩। উক্ত রোগে এবং গর্ভবতী হঠাৎ আঘাত পাইলে বা আছাড় খাইলে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া তৈল ও পানিতে দম দিয়া গোসল করিতে দিবে। নীচের তাবীজটি গলায় ধারণ করিতে হইবে যেন পেটের উপরিভাগে ঝুলিয়া থাকে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ اَللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ وَ كُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ـ وَ اِذْ قَالَتِ امْرَاَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ـ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ـ وَاصْبِرْوَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللهِ وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর এই তাবীজটি সন্তানের গলায় বাঁধিয়া দিবে। ইহা দ্বারা গর্ভবতীর ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন বিদূরিত হয়।

৪। ৪০ তার কাল সূতা ১।। গজ লম্বা। উহা হাতে রাখিয়া পূর্ণ সূরা-ইয়াসীন পড়িবে। প্রত্যেক মুবীনের সময় একটি গিরা এবং উহাতে ফুক দিয়া গর্ভবতীর কোমরে ধারণ করিলে গর্ভপাত হয় না।

৫। ৪০টি লবঙ্গ হইবে। প্রত্যেকটি লবঙ্গের উপর ৭ বার নিম্নোক্ত আয়াৎ পড়িয়া ফুক দিবে। ঋতু হইতে পবিত্রতা লাভের পর প্রত্যহ রাত্রে ১টি লবঙ্গ চিবাইয়া খাইবে। লবঙ্গ খাওয়ার পর পানি খাইবে না এই ৪০ দিনের মধ্যে স্বামী সহবাস হওয়া দরকার।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَوْكَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ـ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَلَوْاَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْقُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُجَمِيْعًا ـ

হরিণের পাকস্থলীর চামড়ার উপর উক্ত আয়াৎ মেশ্‌ক জাফরাণ ও গোলাব পানি দ্বারা লিখিয়া গলায় ধারণ করিলে চির বন্ধ্যারও গর্ভ হইয়া থাকে।

৬। মৃত বৎসা রোগে প্রথম মাসের কোন এক সোমবার দুপুরের সময় ছটাক গোল মরিচ, ছটাক যোয়ান লইবে। ১ বার সূরা-শাম্‌ছ ও একবার দুরূদ শরীফ পড়িয়া উহাতে দম দিবে। এইরূপ ৪০ বার করিবে। গর্ভবতীকে প্রত্যহ ১টি মরিচ ও কয়েকটি যোয়ান খাইতে দিবে। যতদিন সন্তান দুধ খাইবে ততদিন মাতা উহা খাইতে থাকিবে। খোদা চাহে ত মৃত বৎসা রোগ দূর হইবে।

৭। পুং খরগোশের পনির উহার কোষদ্বয়ের সহিত পিষিয়া খাইয়া স্ত্রীগমন করিলে পুত্র সন্তান; স্ত্রী খরগোশের খাইলে কন্যা সন্তান লাভ হয়।

৮। সদা কন্যা সন্তান হইতে থাকিলে স্ত্রী পেটের উপর স্বামী শাহাদৎ আঙ্গুলী দ্বারা গোল দায়েরা দিয়া ঐ দায়েরার মধ্যে লিখিবে। يا مسيں এরূপ ৭০ বার করিবে। খোদা চাহে ত পুত্র সন্তান লাভ করিবে।

৯। জীনের আছর থাকিলে সন্তান নষ্ট হইয়া থাকে। অবস্থা এরূপ হইলে জীন অধ্যায় দেখিয়া উহাকে তাড়াইবার জন্য সহজ তদ্‌বীর করিবে। গর্ভে সন্তান থাকিলে জীনের কড়া তদ্‌বীর করিবে না ইহাতে সন্তান ও মাতা উভয়ের প্রাণনাশের আশঙ্কা রহিয়াছে। তাবীজ কবজ দ্বারা জীন দূরে সরাইবার চেষ্টা করিবে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকের মধ্যে মানুষের শেকায়েত করিয়াছেন এবং বড়ই মর্মান্তিক ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেনঃ "মানুষ তাহাদের মহান খোদার পূর্ণ ও যথাযোগ্য মহত্ত্ব স্বীকার করিল না।" আল্লাহ্ পাক জলদ গম্ভীর স্বরে কোরআনের মধ্যে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেনঃ "আমি স্বয়ং; আসমান-জমীন এবং ইহাদের মধ্যস্থিত সবকিছুর আর যাহা তোমরা দেখিতে পাও কিংবা না পাও আমি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, রুজিদাতা এবং ধন-জন, জ্ঞানবান, বিদ্যা-বুদ্ধি সবকিছু প্রদানকারী।" মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, পরিবর্তন সবকিছুরই প্রত্যক্ষকারী; দর্শনকারী ও শ্রবণকারী। আমার জ্ঞানের এবং ক্ষমতার বাহিরে কোন কিছুই হইতে পারে না। কোরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ্ তা'আলার এ সব মহত্ত্বের কীর্তন বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুসলমান! তুমি কি খোদার গুণাবলীসমূহ নিজের ভিতর, বাহির, কথায়, কাজে, পরিকল্পনায়, হৃদয়ে এবং মগজে ঢুকাইতে পারিয়াছ? সত্যই তুমি যদি উহা মানিয়া থাক তুমি খাঁটি মুসলমান। আর যদি একেবারেই অস্বীকার কর, তবে তুমি বে-ঈমান মরদুদ কাফের।

শুধু জমা খরচের বেলা যদি উহা মানিয়া লও বা সমাজে ব্যক্তি বিশেষের চাপে সংযত থাক আর মুখে খোদাকে সর্বশক্তিমান মানিয়া লও; কিন্তু তোমার মন-মগজ উহা কবূল করিয়া না লইয়া থাকে, কিংবা কোন প্রকার ইতস্ততঃ বা সন্দেহ তোমার মনে জাগরুক থাকে, তবে তুমি একজন সত্যিকার মোনাফেক।

অতএব, দেখা যায়, সত্যিকার মু'মিন একমাত্র সে-ই, যে খোদার উল্লিখিত গুণাবলী স্বীকার করিয়া লয়। তাহারা ভ্রমেও খোদার সার্বভৌমত্বকে ভুলিতে পারে না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় কালামে পাকে অতি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে—একমাত্র আল্লাহ্ই রাজ্জাক। তিনি ভিন্ন আর কোন রাজ্জাক বা রেজেকদাতা নাই। তিনি কোরআনে পাকে বলিতেছেনঃ "(হে মানব!) তোমরা সন্তান নষ্ট করিও না অভাবের ভয়ে; কারণ তোমাদিগকে এবং তোমাদের সন্তানগণকে আমিই রেজেক প্রদান করিয়া থাকি।"

অতএব, প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে সৃষ্টি-কর্তা, রক্ষা কর্তা, পালন কর্তা, রেজেকদাতা এবং নিজকে তাহার একান্ত অনুগত দাস ও বান্দা বলিয়া ধারণা করা। পক্ষান্তরে যদি কেহ আল্লাহ্কে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার মহান গুণাবলীকে কাড়িয়া লইয়া নিজেকে ফেরআউন বানাইতে চায়, তবে তাহার পরিণাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

অধুনা আমাদের এক শ্রেণীর মহারথীরা ভূমি সংকট এবং আর্থিক দৈন্যের কথা চিন্তা করিয়া একেবারে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এ কথা তাহাদের তলাইয়া দেখা উচিত যে, এই সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা দেশ যার ঐশ্বর্যের কারণে বহির্ভারতের বড় বড় তাগুবীদিগকে বার বার ভারত আক্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। সেই সোনার বাংলা আজ কেন মহা শ্মশানে পরিণত হইল? আমাদের মহারথীরা সেদিকে একবারও দৃকপাত করিয়াছেন কি?

নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রি হইত একথা কে না জানে? তখন মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যকীয় জিনিস-পত্রও ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ এবং সস্তা। কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম সাম্রাজ্যবাদী রাজা-বাদশাহ্গণ সুদীর্ঘ কয়েক শত বৎসর ব্যাপিয়া চরম ভোগ-বিলাস, নারী-বিলাস ও নানা প্রকার পাপাচারে পৃথিবীর মাটি, পানি ও শূন্যের হাওয়াকে কলুষতায় বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকার পরিবর্তে তাহারা আরও উৎসাহ বোধ করিত। মোগল সম্রাট আকবর তো নূতন মনগড়া মতবাদ প্রচার করিয়া সকল দেশবাসীকে গোমরাহীর চরমে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। এই সব অমার্জনীয় খোদাদ্রোহিতার ফলেই জমিনের দিকে নামিয়া আসিল মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার গজব ও ক্বহর। যার বাস্তব পরিণতি স্বরূপ যালেম নিষ্ঠুর ইংরেজ জাতিকে ক্ষমতাসীন করিয়া দিয়াছিলেন এদেশবাসীর উপর।

দুর্ধর্ষ ইংরেজ জাতি এই দেশের অধিবাসীদিগকে চির গোলাম বানাইবার উদ্দেশ্যে বহু সুপরিকল্পিত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। বয়ঃবৃদ্ধ নাগরিক ও তৎকালীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, সুচতুর ইংরেজরা জাহাজে বোঝাই করিয়া এদেশের খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি

সাত সমুদ্রের ওপার পার করিয়া দিত। দেশের ধান পাটের ক্ষেত জোরপূর্বক নীলের ক্ষেতে পরিণত করিত। ১ম ও ২য় মহাযুদ্ধের যাবতীয় খরচই তারা নির্যাতীত ভারত হইতেই উসুল করিয়া লইয়াছিল। দেশের সোনা, মুক্তা, হিরা, জহরত সবকিছু সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে লইয়া গিয়াছিল। যুগ যুগ ধরে ঘাট্‌তি পূরণ করে খাদ্য-দ্রব্যাদির যে ভাণ্ডারটি সঞ্চিত ছিল তা কুমিল্লা, চিটাগাং ও সাতক্ষীরা এলাকায় ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। কোটি কোটি মণ ধান আগুনেরই খোরাক হইয়াছিল। অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী বুড়িগঙ্গা, মেঘনা ও কর্ণফুলীর কোমল চরণে অর্পণ করা হইয়াছিল। জাতির আখলাক নষ্ট করিয়া খোদার গযব আযাবে নিপতিত করার জন্য তাহারা বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করিয়া গান-বাদ্য ও বেশ্যার আমদানি করিত। এইসব সুপরিকল্পিত পন্থায় তাহারা এদেশবাসীর মন-মগজ এবং চরিত্রকে এমনিভাবে কলুষিত করিয়া দিয়াছে, যার ফলে দেশবাসী তার স্বাস্থ্য-সম্পদ, ধন-সম্পদ এবং শিক্ষা, তাহযীব, তমদ্দুন সকলই হারাইয়া একেবারে নিঃস্ব নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছে। বৃটিশ সরকারের এই চক্রান্ত এবং নিজেদের অসীম পাপের দরুন খোদার অসন্তুষ্টির কারণে আজ সোনার বাংলা মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এই চরম দুর্দশার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের নব্য শিক্ষিত পাতি-ফিরিংগিরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইহা কার্যকরী করার জন্য তৎকালীন পাক-সরকার একমাত্র বাংলাদেশেই কয়েক শত ক্লিনিক স্থাপন করিয়াছে। ইহাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। সরকার যথারীতি প্রচার কার্যও চালাইতেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে সব পথ তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে তৎসমুদয় সম্পর্কে তাহারা নিজেরাই এপর্যন্ত নিশ্চিত হইতে পারে নাই।

এ-প্রসঙ্গে আমাদের কথাঃ

(১) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই রেযেক দাতা। কেহ যদি নিজে রুযিদাতা হওয়ার দাবী করেন অথচ বিপুল জনতার খাদ্য দানে অপারগ হন, তবে তিনি গদী ছাড়িয়া জঙ্গলে যাইতে পারেন। সেজন্য তার পথ একেবারেই খোলা রহিয়াছে।

(২) আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যে পরিমাণ লোকের বসবাস ও আহার্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন ঠিক সেই পরিমাণ মানুষই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। খোদার কাজ লইয়া মানুষের ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না।

(৩) প্রতি বৎসর পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও সাগর উপসাগর হাজার হাজার একর জমি ভাসাইয়া দিতেছে। ফসল উৎপন্নের প্রচুর জমি অনাবাদ পড়িয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা কি এসব নেয়ামত মানুষের জন্য দান করিতেছেন না?

(৪) মরুময় দেশ আরব ভূমিতে (যেখানে বালুকারাজী ও বাবলা গাছ ছাড়া আর কিছু জন্মে না) জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্নই উঠিতেছে না, তবে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশে এ প্রশ্ন শুধু অবান্তরই নয়, বোকামিও।

(৫) জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে দেশে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার যাবতীয় দ্বার উন্মুক্ত করা হইতেছে। কুৎসিৎ নাটক, নভেল ও উলঙ্গ চিত্র দ্বারা লাইব্রেরী, ক্লাব সম্পূর্ণ ভরপুর করা হইতেছে, উলঙ্গ নৃত্যকে আর্টের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অশ্লীল সিনেমার আমদানী করিয়া দেশের যৌন-উদ্বেলিত ছেলে-মেয়েদিগকে উচ্ছৃঙ্খলার দিকে দ্রুত ধাবিত করা হইতেছে। নারী-পুরুষ সকলেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামাদিকে যৌন-আবেদনপূর্ণ করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া অবাধে

যৌনকার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ফলে দেশের জারজ সন্তানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। থিয়েটার ড্রামার অংশ গ্রহণ করার জন্য যুবক যুবতীদেরকে উৎসাহিত করা হইতেছে। দেশের পতিতালয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কো-এডুকেশন দ্বারা যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার পথকে প্রশস্ত করা হইতেছে। এইরূপ অসংখ্য উপায়ে পাপাচারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ঈমানদার মুসলমানদেরকে হতভম্ব করিয়া দিয়াছে। পাপের এইসব মহা তাণ্ডবলীলা দুনিয়ার আকাশ-বাতাস, মাটি-পানি বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই দেশবাসীর ভাগ্যে নামিয়া আসিয়াছে সর্বধ্বংসী আসমানী বালা-মছীবত, অজন্মা, অভাব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারী। খোদা জানেন, এই হারেই যদি পাপাচার ও খোদাদ্রোহিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে হয়ত এমনও দিন আসিতে পারে যেদিন অভাবের তাড়নায় জিন্দা মানুষকেও মারিয়া কমাইতে হইবে। আমাদের নব্য শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা ফিরিংগী সভ্যতার মোহে পড়িয়া নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। পাশ্চাত্যের নর-নারীর অবাধ মেলামেশা—বেপর্দা না হইলে নাকি তাদের সভ্যতাই রক্ষা পায় না। তাহারা বলে, মনের পর্দাই যথেষ্ট; বাহিরের পর্দার দরকার নাই।

(৬) জাতির অধঃপতন ও অবনতি যখন ঘনাইয়া আসে জাতির ভাগ্যবিপর্যয় যখন অত্যাসন্ন হইয়া পড়ে তখনকার অবস্থা এই দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে কোরআনে পাকে বলা হইয়াছে, "ধ্বংসমুখী জাতি সুপথ দেখিয়াও তাহা গ্রহণ করে না বরং কু-পথ খুঁজিয়া তাহার অনুসরণ করে।" পাশ্চাত্যের অবাধ মেলামেশা আমদানী করিয়া আমাদের ভদ্রসমাজ আজ গর্ব অনুভব করিতেছেন; কিন্তু একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, পোল্যাণ্ডের ন্যায় প্রগতিশীল দেশে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার দরুন ১৯৫৯ সালে ৮০ হাজার অবৈধ গর্ভপাত হইয়াছে। আমেরিকার মেক্সিকোতে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৪টি অবৈধ নারী-ধর্ষণ ঘটিতেছে। আধুনিক সভ্যতার চরম উন্নতির দাবীদার লণ্ডনে শতকরা দশভাগ জারজ সন্তান উৎপন্ন হইতেছে। অবস্থা এতটুকু গড়াইয়াছে যে, ঐ সব দেশের লোকেরা প্রকৃত পিতা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। কাহার সত্যিকার জন্মদাতা কে তাহা সঠিকভাবে বলা মাতার পক্ষেও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। এহেন পাশ্চাত্য সভ্যতাই আমাদের দেশে আমদানি করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস ব্যভিচার ও তার আনুষঙ্গিক কার্য চালু রাখিয়া বার্থ কন্ট্রোল বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন করা আর জতির গলায় ছুরি চালান একই কথা। আর যদি যাবতীয় খোদাদ্রোহিতা বর্জন করতঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রথার রেওয়াজ দেওয়া হয়, তবে একমাত্র অভাবের তাড়নায়ই এ বিকৃত পন্থা অবলম্বন করা হইবে। ইহাও হইবে খোদা-দ্রোহিতার অন্তর্ভুক্ত; কারণ রেযেকের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই। কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা দিয়াছেনঃ সত্যসত্যই যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেশবাসী যথাযথরূপে মানিয়া লয় এবং আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ হইতে পুরোপুরি বিরত থাকে, তবে "আমি আল্লাহ্" আসমান ও জমিনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব (বান্দার খাদ্যের জন্য কোন চিন্তাই করিতে হইবে না।)

(৭) বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে যখন সবই সম্ভব হইতেছে তখন ভূমির উর্বরা শক্তি ও ফসলাদির উৎপন্ন কেন বৃদ্ধি পাইবে না? কাজেই মানুষ কমাইয়া জেনা বাড়াইয়া, খোদার গযব নামাইয়া আনিয়া জতির উন্নতির মাথায় বজ্রাঘাত করার কি অর্থ থাকিতে পারে। তবে সরকারী প্লান আইনগত প্রথা ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি কোন রমণী অধিক সন্তান জন্মের দরুন স্বাস্থ্যহীনা হইয়া পড়ে কিংবা পূর্ব হইতেই যদি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া থাকে, তাহলে এরূপ নারীদের

জন্য গর্ভরোধক ঔষধ ব্যবহার করা কোনো প্রকারে জায়েয হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়াই উহা করা উচিত, নতুবা হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসাবে নিম্নে কতিপয় ঔষধের উল্লেখ করিতেছি।

১। সিকি তোলা কর্পূর ভক্ষণ করিলে কোনদিন গর্ভ সঞ্চার হইবে না।

২। খাসী-ছাগলের পেশাব সেবন করিলে সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না।

৩। বনস্তিষ কাল মুরগীর পিত্ত লিঙ্গে মালিশ করিয়া সঙ্গম করিলে নারী পুরুষ উভয়ে অপার আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, স্ত্রী চিরতরে বন্ধ্যা হইয়া যায়।

৪। যে কয়েকটি লাল কুচ পানির সহিত সেবন করিবে ঠিক সেই কয়টি বৎসর সন্তানের সঞ্চার হইবে না।

গর্ভবতীর পেটে সন্তান গোজ মারিয়া থাকিলে তাহার চিকিৎসা

১। নিম্নলিখিত আয়াত জাফরান দ্বারা চিনা বরতনে লিখিয়া বৃষ্টির পানিতে ধৌত করিয়া গর্ভবতীকে সেবন করিতে দিবে। খোদা চাহে ত সন্তান চেতনা লাভ করিবে। প্রসূতি শান্তি লাভ করিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ ـ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ ـ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَايَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ ৭টি টুকরা কাগজে লিখিবে। এক কাগজ (তাবীজ) এক রাত্রি পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে খালি পেটে গর্ভবতী উক্ত পানি পান করিবে। পর পর সাতদিন এরূপ করিবে। খোদা চাহে ত সন্তান চেতনা লাভ করিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَذَا النُّوْنِ اِذْذَّهَبَ مُغَاضِبًا হইতে مِنَ الْغَمِّ ـ وَقَالُوْا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا হইতে مُحْضَرُوْنَ ـ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ হইতে يَّنْظُرُوْنَ ـ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ـ

গর্ভে সন্তানের অস্থিরতা

গর্ভিনীর শারীরিক ব্যাধি, সন্তানের কোন অসুবিধা কিংবা আঘাত বা আছাড় হেতু লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া থাকে। ইহাতে গর্ভবতী কোন কোন সময় মূর্ছিতা এবং কোন কোন সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। চিকিৎসার্থে প্রথমে কারণ নির্ণয় করিয়া উহার প্রতিকার করিবে।

১। সমপরিমাণ আরআর (গুল্ম বিশেষ) ও যোয়ান পিষিয়া ৩ দিন প্রাতঃকালে খালি পেটে সেবন করিবে। গর্ভবতী ও সন্তান উভয়েই শান্তি লাভ করিবে।

২। প্রসূতির কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু উহার উদ্ভব হইলে ইউছুফগুলের ভূষি ও তোখ্‌মা দানার শরবত পান করিতে দিবে।

৩। গর্ভবতীর হৃদ-স্পন্দন হইলে হৃদরোগ অধ্যায়ের উল্লিখিত তাবীজ বাঁধিবে।

৪। গর্ভজাত সন্তান খুব বেশী অস্থির হইলে কিংবা বেশী নড়াচড়া করিলে অথবা উর্ধ্বগামী হইলে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া পেটের উপরি ভাগ পর্যন্ত ঝুলাইয়া দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَفَحَسِبْتُمْ (الاية) ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ وَاِنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا ..... رَهَقًا ـ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَافِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ اُرْقُدْ اُرْقُدْ فِى بَطْنِ اُمِّكَ مُسْتَرِيْحًاوَّلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

প্রসব বেদনা

১। নবম মাসের প্রথম হইতে গর্ভবতীকে প্রত্যহ সকালে খোসা তোলা ১১টি বাদাম মিছরির সহিত খুব পিষিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। হজম শক্তি কমজোর হইলে উহার সহিত ১ মাষা মোস্তাগিও পিষিয়া লইবে। ইহাতে পাকাশয়ের ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইবে। সন্তান সহজে প্রসব হইবে। সহ্যমত গরম দুধ সেবন করিতে দিবে।

২। দুই তোলা নারিকেল ও দুই তোলা মিছরি উত্তমরূপে পিষিয়া দৈনিক ভক্ষণ করিলেও যথা সময় সহজে সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

৩। প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে প্রসূতির বাম হাতে কিছুটা চুম্বক লৌহ সজোরে চাপিয়া ধরিতে দিবে। সন্তান তৎক্ষণাৎ ভুমিষ্ঠ হইবে।

৪। সন্তান প্রসবের দিন ঘনাইয়া আসিতে থাকিলে প্রত্যহ নাভীর নীচে সহ্যমত গরম পানির ধার দিতে থাকিবে।

৫। নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কাঁটানটে কিংবা দয়াকলা গাছের শিকড় উঠাইয়া উহা গর্ভবতীর চুলের সম্মুখ ভাগে বাঁধিয়া দিবে।

৬। নীলগায় (জংলী গরুর) শিং হাতে বা গলায় বাঁধিলে তৎক্ষণাৎ সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

৭। শকুনের পালক প্রসূতির নিম্নে রাখিলে খুব শীঘ্রই সন্তান প্রসব হইয়া যায়। ফুলও অনতি বিলম্বে বাহির হইয়া যায়।

৮। মাকড়সার পূর্ণ একটি সাদা জাল ২ তোলা পানির সহিত পিষিয়া জরায়ু মুখে লাগাইবা মাত্রই সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

গর্ভে মরা সন্তান ও ফুল বাহির করিবার উপায়

১। ফুল বাহির হইতে দেরী হইলে উহার সাধারণ তদ্‌বীর ধাত্রীগণ করিয়া থাকেন। উহাতে সুফল না হইলে ক্ষীরা, শসা, কিংবা সড়মার লতা থেতো করিয়া পানিতে জ্বাল দিবে। ঐ পানি প্রসূতিকে সেবন করাইলে অনতিবিলম্বে ফুল ও মরা সন্তান বাহির হইয়া যায়।

২। ঘোড়া, গাধা কিংবা খচ্চরের খুরের ধুঁয়া প্রসূতির যোনী দ্বারে লাগাইলে মরা, তাজা সন্তান ও ফুল শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়।

৩। জবু কিংবা শৃগালের সম্মুখের পা প্রসূতির পদদ্বয়ের তলে রাখিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

তদ্‌বীর

১। প্রসব বেদনা অল্প অল্প আরম্ভ হইলে যে কোন প্রকার মিষ্টির উপর নিম্ন আয়াত ৩ বার পড়িয়া দম করিবে। প্রসূতিকে একটু একটু খাইতে দিবে। আল্লাহ্ চাহে ত খুব শীঘ্রই প্রসব হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২। উক্ত আয়াতের সহিত লিখিবেঃ

اهيا اشراهيا اللهم سهل عليها الولادة خَلْقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

বাম পায়ের উরুতে বাঁধিবে। সন্তান প্রসবান্তে তৎক্ষণাৎ তাবীজটি খুলিয়া ফেলিবে।

৩। জাফরান, মেশক ও গোলাব পানিতে প্রস্তুত কালি দ্বারা নিম্নোক্ত দো'আ ও আয়াত চিনা বরতনে লিখিবে। নির্মল পানিতে ধৌত করিয়া প্রসূতিকে সেবন করিতে দিবে। খোদা চাহে ত সন্তান প্রসব হইতে দেরী হইবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ـ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَاهَا كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ ـ

৪। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, সন্তান প্রসব হইতেছে না এবং বেদনায় প্রসূতি অস্থির হইলে নিম্নোক্ত আয়াত ও দো'আ বরতনে লিখিয়া নির্মল পানিতে ধৌত করিয়া কিছুটা সেবন করিতে দিবে। কিছুটা বেদনা স্থলে মালিশ করিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ .... يُؤْمِنُوْنَ ـ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَاهَا ـ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتْ ـ سَالِمًا مُسْلِمًا ـ

৫। প্রসূতির মাথার চিরুণীর এক পিঠে লিখিবেঃ

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ

অপর পিঠে লিখিবেঃ جبرائيل ـ ميكائيل ـ اسرافيل ـ عزرائيل

চিরুণীখানা গর্ভবতীর বাম পায়ের উরুতে বাঁধিবে। প্রসবান্তেই খুলিয়া রাখিবে।

৬। নিম্নোক্ত দো'আ গর্ভবতীর মাথার চিরুণীতে লিখিয়া ডান পায়ের উরুতে বাঁধিবে।

اُخْرُجْ اَيُّهَا الْجَنِيْنُ مِنْ بَطْنِ اُمِّكَ فَاِنَّ الْاَرْضَ تَدْعُوْكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اَوَلَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ـ

৭। মানুষাকৃতি কুকুর এবং নরাকৃতি শয়তান, বে-শরা বে-ঈমান ফকির যাদুমন্ত্র দ্বারা সন্তান প্রসব বন্ধ করিয়া থাকে। উহার প্রতিকারার্থে যাদু নষ্ট করিবার তদ্‌বীর অবশ্য করিবে।

৮। নবজাত শিশুর গলায় নিম্নোক্ত তাবীজ ও তখ্‌তি লিখিয়া দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّكُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

৯। চান্দির পাটা বা তখ্‌তির উপর নিম্নোক্ত তাবীজ লৌহ দ্বারা অঙ্কন করিয়া সন্তানের গলায় দিবে।

يارقيب	يامهيمن	يامؤمن	ياحفيظ	ياحافظ
ياحافظ	ياحفيظ	يامؤمن	يامهيمن	يارقيب
يامهيمن	يارقيب	ياحافظ	يامؤمن	ياحفيظ
يامؤمن	ياحافظ	ياحفيظ	يارقيب	يامهيمن

১০। চান্দির ২ নং তখ্‌তি নিম্নরূপ—

ظ	ى	ف	ح
ح	ف	ى	ظ
ى	ظ	ح	ف
ف	ح	ظ	ى

১১। তামার তখ্‌তি নিম্নরূপ সন্তানের গলায় দিলে জিন ও উম্মুচ্ছেবইয়ান হইতে নিরাপদ হয়।

٧٨٦

يَامُذِلَّ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

يامذل يامذل يامذل

গর্ভাবস্থায় কোন পুরুষ ত দূরের কথা কোন স্ত্রীলোককেও পেট দেখাইবে না, হাত লাগাইতে দিবে না, স্পর্শ করিতে দিবে না। কারণ দুষ্ট জিন অনেক সময় পাড়া-প্রতিবেশীর রূপ ধরিয়া এইভাবে অনেক জায়গায় সন্তান ও মাতার ক্ষতি করিয়া থাকে। সাবধান!

শিশু সন্তানের অন্যান্য চিকিৎসা বাল্যরোগ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইবে।

প্রসূতির পথ্যাপথ্য

দীর্ঘ ১০ মাস কাল প্রসূতির ভিতর ও বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ দুর্বল থাকে। কিন্তু সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর দুর্বল শরীরে অশিক্ষিতা নারী নানাপ্রকার গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করে। ফলে প্রসূতি জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত নারীসমাজ তখন সূতিকার প্রতি দোষ চাপাইয়া দিয়া অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ করিতে থাকে। ইহার পরিণামে মাতা ও সন্তান উভয়েই ভয়ংকর বিপদে পতিত হয়। অতএব, প্রসবান্তে কিছুদিন গর্ভবতীকে বলকারক লঘু পথ্যাদি খাইতে দিবে। অগ্নিবল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্যাদিও বাড়াইতে থাকিবে। প্রথম দিন হইতে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত عرق كيميا (আরকে কিমিয়া) নামক হেকিমী ঔষধটি সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভবতী নানাপ্রকার জঠর রোগ ও দৌর্বল্য হইতে নিরাপদ থাকিবে। দিন দিন প্রসূতির শক্তি ও কান্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। স্তন্য দুগ্ধও বৃদ্ধি পাইবে। সন্তানও স্বাস্থ্যবান হইবে। ইহা মৃত সঞ্জীবনী হইতে অধিক ফলপ্রদ। পরন্তু মৃত সঞ্জীবনী সুধা ও সূরা মদ ও হারাম দ্রব্যাদির সমন্বয়ে প্রস্তুত। কাজেই মৃত সঞ্জীবনী সুধা ও সূরা মুসলমানের জন্য পরিত্যাজ্য। "আরকে কিমিয়া"ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। হেকিমী ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

যৌন ব্যাধি (প্রমেহ)

যৌবনের প্রারম্ভে কাম-রিপুর তাড়নায় অশ্লীল, নাটক, নভেল, ড্রামা, ড্যাঞ্চ, বল-ড্যাঞ্চ, উলঙ্গ ছবি, বে-পর্দা, নারী-পুরুষের আবাধ মেলামেশা প্রভৃতি চরিত্র নাশক অশ্লীল কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের উচকানিতে মন মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। ক্রমশঃ স্বপ্নদোষ ব্যাধি আক্রমণ করিয়া বসে। যৌন ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া হস্ত মৈথুন, পশু মৈথুন করিতে শুরু করে। ফলে জনেন্দ্রিয়ের অতি সূক্ষ্ম রগসকল ছিঁড়িয়া যাওয়াতে রক্তের চলাচল সম্যক বন্ধ হইয়া যায়। নানা ভাবে শুক্রক্ষয় হেতু জিরয়ান, মেহ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি নিদারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে দুগ্ধবত ২/৪ ফোঁটা ক্ষরিত হইয়া থাকে। অথবা শুক্র তরল হইয়া ওঠা-বসা ও চলাফেরা করার সময় ফোঁটা ফোঁটা ক্ষয় হইতে থাকে। ইহার সহিত জঠর পীড়ায় একবার আক্রান্ত হইলে বড় জটিল হইয়া পড়ে। এইসব অবস্থায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

চিকিৎসা

১। রক্ত ও ধাতু চাপ হেতু অভ্যন্তর অতিমাত্রায় গরম হইলে ক্ষরিত শুক্র হরিদ্রা বর্ণ হয়। প্রস্রাবকালে জ্বালা পোড়া হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্যেও এরূপ হইতে পারে। প্রত্যহ প্রাতে শতমূলীর রস কাঁচা দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্রমেহ এবং তজ্জনিত জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২। মধু ও হরিদ্রা সংযুক্ত আমলকীর রস পান করিলে অথবা ত্রিফলা, দেবদারু, মুতা, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে সর্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

৩। গুলঞ্চের রস মধুর সহিত পান করিলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

৪। কিঞ্চিত ফিট্‌কারী ১টি ডাবের মধ্যে পুরিবে। একরাত্র পানি বা কাদার মধ্যে রাখিয়া পরদিন প্রাতে উহা পান করিলে বহু দুরারোগ্য মেহ-প্রমেহও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৫। শ্যামালতা, অনন্ত মূল, কটকী ও গক্ষুর বীজ ইহাদের ক্বাথে ২ রতি গন্ধক, নিশাদল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা উপসর্গিক মেহ বিনষ্ট হইবে।

৬। বাবলার আটা পানিতে ভিজাইয়া সেই পানির সহিত ৪ রতি যবক্ষার খাইলে শুক্র দুষ্টমেহ প্রশমিত হয়।

৭। কাবাব চিনি গুড়া ৵০ মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতে ও শয়নকালে পানির সহিত ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

৮। ত্রিফলা, মুতা, দারু হরিদ্রা, রাখাল শশা ইহাদের ক্বাথে হরিদ্রা, কল্ক মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

রস প্রয়োগ

৯। প্রস্রাব লালবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ হইলে এবং জ্বালাপোড়া থাকিলে আহারের পর চন্দনাসব সেবন করিবে ও শিমুল মূল চুর্ণ, মধু কিংবা হরিদ্রার রস ও মধু অথবা পাকা যজ্ঞ ডুমুরের ফল চূর্ণ মধুসহ নিম্নোক্ত ঔষধের একটি বটী উত্তমরূপে মাড়িয়া সেবন করিবে। সর্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ শুক্র তারল্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি যাবতীয় ধাতু রোগ প্রশমিত হয়। দীর্ঘদিন সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর, অভ্র প্রত্যেকটি ২ তোলা। স্বর্ণ, মুক্তা প্রত্যেকটি ৪ মাষা। এই সমুদয় কেশুবিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। মেহ ও প্রমেহের সংগে পেটের গীড়া থাকিলে সে চিকিৎসাও করিবে।

পাচন ও রসাদি ঔষধ সেবনে উপকার হইলে বসন্ত কুমার রস সেবন করিবে। ইহা ধাতু রোগের শেষ ঔষধ বলে কবিরাজি শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু রোগীর তবীয়ৎ গরম হইলে অন্য কোন ঠাণ্ডা ঔষধ দিবে বসন্ত কুমার রস ব্যয়বহুল এবং ঝামেলাও খুব বেশী বলিয়া উহার প্রস্তুত প্রণালী উল্লেখ করা হইল না। কোন বিজ্ঞ কবিরাজ দ্বারা প্রস্তুত করাইবে।

পথ্যাপথ্য

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, ছোট মাছের ঝোল,বেগুন, পটল, ঝিঙ্গে, ডুমুর, মানকচু, থোড়, মোচা, মুগ, মাষকলাইয়ের ডাইল, দুগ্ধ, দধি, ঘোল, তাল ও খেজুরের মাথি এবং উহার কোমল শাস, চিনি, নারিকেল ও পুরাতন মধু হিতকর।

কুপথ্য—মধুর দ্রব্য, অন্ন দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, পিঠা, পোলাও, গরুর মাংস, মরিচ প্রভৃতি কটু দ্রব্য অহিতকর।

প্রমেহ রোগ চিকিৎসায় সতর্কীকরণ

জিরিয়ান, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, মেহ ও প্রমেহাদি রোগ চিকিৎসা করিতে সর্বদা রোগীর মেজাজ বুঝিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যুবক যুবতী, জওয়ান, নওজওয়ান এবং যাহাদের ভিতরে হারারাত বা গরম খুব বেশী, তাহাদিগকে চিকিৎসার্থে গরম, উত্তেজক এবং বাজীকরণ ঔষধ প্রয়োগ কিছুতেই করিবে না বরং ঠাণ্ডা ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতিকার করিবে। খাদ্য খাদকের দ্বারাই উহাদের শরীরের ঘাটতি পূরণ করিবে, ঔষধ দ্বারা নয়। উহাদের রোগ দূর করিয়া দিতে পারিলে আপনা থেকেই শরীর পরিপুষ্ট হইবে। অবশ্য যখন ঠাণ্ডা ঔষধ পাচনে সুফল না হয় অথচ চিকিৎসক বহুদর্শী তখন বাধ্য হইয়া উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু উহার সংশোধক কোন ব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বন করিবে।

ধ্বজভঙ্গ

প্রবল স্বপ্নদোষ, দীর্ঘদিন জিরিয়ান বা প্রমেহ, হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, পশুমৈথুন এবং অতিমাত্রায় স্ত্রী-সংগম হেতু অপরিসীম শুক্রক্ষয় আর মৈথুনাদি কর্তৃক জনেন্দ্রীয়ের সূক্ষ্মরগ ছিড়িয়া যাওয়ার দরুন ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা বড়ই কঠিন ব্যাধি। কচিৎ রোগীই এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। আবার ইহার সহিত জঠর পীড়ার সংযোগ থাকিলে প্রায়ই চিকিৎসার আশা করা যায় না। সীমাহীন নারী বিলাসিতা এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলই ইহার জন্য দায়ী; সুতরাং প্রথম হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং সংযমী বনিতে ও বানাইতে হইবে।

অশ্লীল নাটক-নভেল,সিনেমা ড্রামা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বে-পর্দা, কো-এডুকেশন, বেশ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ করিতে হইবে। ইসলামী নৈতিক চরিত্র অনুযায়ী জনগণকে গঠিত করিয়া খোদাভীরুতার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেহ এহেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তবে উহার সুচিকিৎসার জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। হাতুড়ে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা না করাই শ্রেয়ঃ। গরীব জনসাধারণের জন্য এ দুর্যোগের সময়কার চিকিৎসা করানো এক অসম্ভব ব্যাপার। তবে আমরা এখানে কতিপয় ঔষধপত্রের উল্লেখ করিতেছি যদ্দ্বারা সর্ব-সাধারণ যথেষ্ট উপকৃত হইবে বলিয়া আশা রাখি।

স্ত্রী জাতির ধ্বজভঙ্গ হইলে স্বাস্থ্যের সাধারণ চিকিৎসাই যথেষ্ট। প্রয়োজন হইলে সময়ের অনুকূলে কোন একটা বাজীকরণ ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। নারী ধ্বজভঙ্গ অনেকটা সহজসাধ্য কিন্তু পুরুষ ধ্বজভঙ্গ খুবই কঠিন। অবস্থা ভেদে পুরুষ ধ্বজভঙ্গ দ্বিবিধ। ১ম প্রকার—ভিতরে বাহিরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক আছে। কিন্তু অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের দরুন রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বয়স, পাকাশয়ের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বাস্থ্যের সাধারণ চিকিৎসা করিবে। উপযুক্ত খাদ্য খাদক এবং ঠাণ্ডা ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। দরকার হইলে কিছু বাজীকরণ বা উত্তেজক ঔষধ সেবন করা যাইতে পারে। যথাসম্ভব উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার না করা ভাল।

দ্বিতীয় প্রকার—হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, ইত্যাদি জঘন্য ক্রিয়াদির দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহাতে লিঙ্গ, অণ্ডকোষ বিকৃত হইয়া যায়। লিঙ্গের উত্থান রহিত হইয়া যায়। এই জাতীয় ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা কোন সময় কষ্টসাধ্য আর কখনো বা একেবারেই দুঃসাধ্য।

চিকিৎসা

ধ্বজভঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে দুশ্চিন্তা আসিয়া রোগীর মন ভারাক্রান্ত ও কলুষ করিয়া ফেলে। অতএব, দুশ্চিন্তা দূর করিতে হইবে। জায়েয আমোদ-প্রমোদ, সকাল-সন্ধ্যায় ভ্রমণ এবং নির্মল বায়ু সেবন করিবে। কু-পথ্য পরিত্যাগ করিবে।

চিরকোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে অভয়া মোদক দ্বারা একদিন পেট পরিষ্কার করিয়া লইবে। মোদকটি পরে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিবে।

পাকাশয়ের ক্রিয়া সঠিক না হইলে অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ অতিসার প্রভৃতি উদরাময় থাকিলে উহার চিকিৎসা হয়ত শুক্ররোগ নিবারক ঔষধ ব্যবহারের পূর্বেই করিবে; না হয় উভয় প্রকার ঔষধ এক সঙ্গেই দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করিবে। রোগসমূহের প্রতিকার হইবার পর প্রচুর গাঢ় শুক্র পয়দা হওয়ার জন্য উপযুক্ত খাদ্য-দ্রব্য, পাচন ও রসাদি প্রয়োগ করিবে। কিন্তু অধিক উষ্ণ বাজীকরণ ঔষধ হইলে রোগীর শারীরিক উত্তাপ বাড়িয়া যাইবে। দেল এবং দেমাগ সে উত্তাপ সহ্য করিতে পারিবে কি না তৎপ্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিবে। যাহাতে স্বপ্নদোষ না হইতে

পারে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে। প্রথম প্রকার ধ্বজভঙ্গে তৈলাদি লিঙ্গে মালিশ না করিয়া কেবলমাত্র সেবনীয় ঔষধ দ্বারা সুফল পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার ধ্বজভঙ্গে রোগসমূহের চিকিৎসার পর লিঙ্গ সংশোধনের জন্য দীর্ঘদিন তৈলাদি মালিশ করিবে। তৈল মালিশের সংগে বাজীকরণ ঔষধও যথাবিধি প্রয়োগ করিবে।

১। কিঞ্চিত পিপুল চূর্ণ ও লবণের সহিত ছাগলের অণ্ডকোষ ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে রতি শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ছাগলের অণ্ডকোষ খাওয়া হারাম। অন্যান্য ঔষধে সুফল না হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া উহা খাওয়া জায়েয হইতে পারে।

২। মাষকলায় ঘৃতে ভাজিয়া তাহা গো-দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে। ঐ দুগ্ধে নিস্তুষ কৃষ্ণ তিল ভিজাইয়া সেবন করিলে সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩। প্রাচীন শিমুলের মূলের রস সম পরিমাণ চিনির সহিত কিছুদিন খাইলে অত্যন্ত শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৪। চারা শিমুলের মূল ও তালমূলী একত্র চূর্ণ করিবে। উহা ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে রমণ শক্তি বৃদ্ধি হয়।

৫। অমলকী চূর্ণ, অমলকীর রসে মাড়িয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া খাইবে। অতঃপর দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে বৃদ্ধও স্ত্রী-সঙ্গমে সমর্থ হয়।

৬। আলকুশীর বীজ, কুলে খাতার বীজ চূর্ণ ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রত করিয়া ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে অতি রমণ্যেও শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

৭। তাজা গোশ্ত, হাঁস মুরগী ও মাছের ডিম, গৃহ চটক ও তাহার ডিম, বড় পুঁটি মাছ ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে শুক্র বর্ধিত হয়।

৮। ডিমের শুধু মাত্র কুসুম পিঁয়াজ চূর্ণের সহিত তিনদিন খালি পেটে ভক্ষণ করিলে রতি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৯। কিছু রসুন পিষিয়া উহার সহিত সম পরিমাণ আকরকরার অতি মিহিন গুড়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অতঃপর ঐ দ্রব্য সমুদয় সিক্ত হইলে সম পরিমাণ মধু মিশ্রত করিবে। একত্রে খুব ছানিয়া কোন পাত্রে রাখিয়া ভালমত মুখ বন্ধ করিবে। তিন দিন গরম গোবরের মধ্যে ঐ পাত্রটি রাখিবে। চতুর্থ দিন বাহির করিয়া মৃদু আগুনে জ্বাল দিয়া নামাইয়া রাখিবে। প্রত্যহ সকালে এক সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হইবে, খাহেশ বৃদ্ধি পাইবে; লিঙ্গের উত্থান হইবে। ইহাতে হৃদরোগের উপশম হয়। স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, পাকাশয়ের দুর্বলতা দূর হয়, দাঁত মজবুত হয়, প্রকোপিত শ্লেষ্মা দূর হয়, শুক্রাল্পতা দূর হয়, রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

১০। এঁড়ে গরুর লিঙ্গ সুরমার ন্যায় মিহিন করিবে। মধু মিশ্রিত করিয়া উহা সঙ্গমের কিছুক্ষণ পূর্বে সেবন করিবে। ইহাতে নিস্তেজ লিঙ্গেরও পুনরুত্থান হইবে। অত্র চিকিৎসা ১ নং অধ্যায়ের মুষ্টিযোগের শেষাংশে দেখিয়া লইবে।

১১। কুকুরের লিঙ্গ কাটিয়া লইবে। সঙ্গমের পূর্বে ঊরুতে বাঁধিবে। ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। উহা ঊরুতে বাঁধা থাকাকালীন লিঙ্গ নিস্তেজ হইবে না, কামাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে।

১২। মোরগের কোষদ্বয় শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। উহার সহিত "মিল্‌হে হায়দারানী" মিশ্রিত করিবে। মধুসহ মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিবে। খুব গাঢ় হইলে নামাইয়া ছানিয়া লইবে। ছোট ছোট বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। রমণীগমনের পূর্বে মুখে একটি বটী ধারণ করিলে কামাগ্নি অত্যন্ত

বৃদ্ধি পাইবে। উহা মুখ হইতে যতক্ষণ বাহির না করিবে ততক্ষণ পরম আনন্দ উপভোগ করিবে। উহা আমীর উমারাহদের গুপ্ত ধনও বটে।

১৩। বাদুর ও চামচিকার রক্ত পদতলে মর্দন করিলে লিঙ্গের উত্থান হইয়া থাকে।

১৪। কুকুরের সঙ্গমকালে যখন মজবুতভাবে লাগিয়া যায় তখন সাবধানতার সহিত পুরুষ কুকুরের লেজ জড় থেকে কাটিয়া লইবে। ৪০ দিন উহা মাটির নীচে গাড়িয়া রাখিবে। অতঃপর মাটি হইতে বাহির করিবে এবং সূতায় গাঁথিয়া কোমরে ধারণ করিবে; যতক্ষণ উহা কোমরে থাকিবে ততক্ষণ বীর্যপাত হইবে না। —খাযায়েনুল মুলুক

১৫। মাষকালায়ের ডাইল /।০ পোয়া পিঁয়াজের রসে সারারাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। সকালে ছায়াতে শুকাইবে। এরূপ তিনদিন করিবে। অতঃপর খোসা দূর করত রাখিয়া দিবে। ঐ ডাইল চূর্ণ ২ তোলা, চিনি বা মিছরি ২ তোলা, ঘি ২ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ৪০ দিন নিয়মিত খাইলে জিরয়ান, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ দূর হইবে। রতিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ধাতু খুব গাঢ় হইবে। ইহা ভক্ষণের সময় স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ।

১৬। গব্য ঘৃত, গব্য দুগ্ধ, পেস্তার তৈল, প্রত্যেকটি /।০ পোয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইবে। প্রত্যেহ ২ তোলা ভক্ষণ করিবে। ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, কোমরের বেদনা দূর হয় এবং গুর্দা ও লিভার সতেজ হয়।

১৭। বড় ছোলা পিঁয়াজের রসে সারা রাত ভিজাইয়া রাখিবে এবং ছায়াতে শুকাইবে। ৭ দিন এরূপ করিবে। শুকাইলে চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ মিছরির সহিত মিশাইবে। প্রত্যহ সকালে ১ তোলা এবং শয়নকালে ৬ মাষা দুগ্ধসহ সেবন করিবে।

১৮। ২ তোলা বড় ছোলা ধুইয়া পরিষ্কার করিবে। পানিতে সারারাত্র ভিজাইয়া রখিবে। প্রাতে একটি করিয়া ছোলা উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইবে অবশেষে মধু দিয়া পনিটুকু খাইয়া ফেলিবে। উন্মুক্ত মাঠে ব্যায়ামও করিবে; সুঠাম মজবুত স্বাস্থ্য হইবে। জননেন্দ্রীয় মজবুত ও কার্যক্ষম হইবে। পেটের পীড়া থাকিলে উহা না খাওয়াই উত্তম।

১৯। ছোলা ভাজিয়া উহা চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণের সহিত ৫টি ডিমের কুসুম মিলাইবে। ছোলা চূর্ণ ও কুসুম পানি দিয়া জ্বাল দিবে। হালুয়ার ন্যায় হইলে ৫ তোলা ঘি ও ৫ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ছানিয়া রাখিবে। প্রত্যহ ৪ তোলা হালুয়া প্রাতে ভক্ষণ করিবে। ইহা শুক্র বর্ধক, রতিশক্তি বর্ধক এবং উষ্ণবীর্য।

২০। শোধিত সিদ্ধ চূর্ণ আড়াই পোয়া, গব্য ঘৃত অর্ধ সের, চিনি/২ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, সিদ্ধির রস /৪ সের, গব্য দুগ্ধ /৪ সের, এই সমুদয় মৃদু অগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাক শেষ হইয়া আসিলে, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশী বীজ, গোক্ষুর, চাকুলে, তালের আঁটীর অঙ্কুর, কেশুর, পানি ফল, ত্রিকুট, ধনে, অভ্র, বঙ্গ, হরিতকী, কিস্‌মিস্, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জিণ্ড খেজুর, কুলে খারা বীজ, কটকী, যষ্টি মধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী বন-যমানী, জীবন্তি, গজপিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ একত্র করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে এক পোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া কিছু কর্পূর ও কস্তুরী উহার সহিত ভালরূপে মাড়িবে। মাত্রা ।০ তোলা হইতে ১ তোলা পর্যন্ত। অনুপান দুগ্ধ; সকাল ও সন্ধ্যায়। এই ঔষধটির নাম "রতি বল্লভ মোদক"। ইহা একটি উৎকৃষ্ট বাজীকরণ ঔষধ।

২১। বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, ধ্বজভঙ্গের একটি মহৌষধ। প্রস্তুত প্রণালী স্বর্ণপত্র ১ তোলা শোধিত পারদ ৮ তোলা গন্ধক মিলাইয়া পুনরায় (কজ্জলি করিবে) মাড়িবে। লাল বর্ণ কার্পাসের পুষ্প রসে ও ঘৃত কুমারীর রসে ভাবনা দিবে। মাড়িয়া শুষ্ক করিবে। পরে মকধ্বজের ন্যায় বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ ১ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জায়ফল, মরিচ, পিপুল, লবঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভী ।।০ আনি এই সমুদয় মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি, প্রতিদিন প্রাতে মাখন মিছরিসহ সেব্য।

২২। মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ রোগে যখন অন্য কোন ঔষধ ফলদায়ক না হয় তখন বসন্ত-কুমার রসই ভরসাস্থল।

প্রস্তুত প্রণালী

শোধিত স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, বঙ্গ, সীদা, লৌহ, প্রত্যেকটি ৩ ভাগ, অভ্র, প্রবাল, মুক্ত প্রত্যেকটি ৪ ভাগ, এই সমুদয় একত্রে মাড়িয়া যথাক্রমে গরুর দুধ, ইক্ষুর রস, বসক ছালের রস, লাক্ষার ক্বাথ, বলার ক্বাথ, কলা গাছের মূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতী ফুলের রস, জাফরানের পানি, কস্তুরী, এই সমুদয় দ্বারা ভাবনা দিবে। ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত, চিনি ও মধু। প্রাতে ১ বটী সেব্য।

২৩। ৩৫ তোলা মধু জ্বাল দিয়া খুব গাঢ় করিবে। অতঃপর ২০টি ডিম সিদ্ধ করিয়া শুধু উহার কুসুম ঐ মধুতে উত্তমরূপে মাড়িবে। মিশ্রিত মধু ও কুসুমের সহিত আকরকরা, লবঙ্গ, শুঁঠ, প্রত্যেক ৩৩৸০ মাষা চূর্ণ উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ সকাল বা সন্ধ্যায় ১ তোলা সেব্য। সর্বপ্রকার ধ্বজভঙ্গে বিশেষতঃ ২য় প্রকার ধ্বজভঙ্গে ঔষধাদির সহিত লিঙ্গের চিকিৎসা করিবে।

লিঙ্গ ব্যাধি

হস্ত মৈথুন, পুং মৈথুন, পশু মৈথুন হেতু লিঙ্গের গোড়া সরু মাথা মোটা হইয়া থাকিলে এক সপ্তাহ নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

১। পানি ব্যাঙের চর্বি ১।০ তোলা, আকরকরা ১০।।০ মাষা, গব্য ঘৃত ৩।।০ তোলা। প্রথমতঃ ঘি গরম করিয়া উহার সহিত ব্যাঙের চর্বি মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিবে। উহার সহিত আকরকরার মিহিন চূর্ণ মিলাইবে। এক ঘণ্টাকাল খুব মাড়িবে। এই ঔষধ ঈষদুষ্ণ করিয়া লিঙ্গের তলদেশের সেলাই ও উহার অগ্রভাগ বাদ দিয়া জনেন্দ্রীয়ে মালিশ করিয়া পান দিয়া ঢাকিবে এবং উহার উপরে নেক্‌ড়া দ্বারা বাঁধিবে। এশার নামাযের পর হইতে সারারাত্র বাঁধিয়া রাখিবে। ফজরের পূর্বে খুলিয়া গরম পানি দ্বারা ধৌত করিবে। ঔষধ ব্যবহারে লিঙ্গের উপর কিছু দানা উত্থিত হইলে মাখন লাগাইবে।

২। দীর্ঘ দিন গোপাল তৈল লিঙ্গে মালিশ করিবে। ইহা আয়ুর্বেদীয় ঔষধ।

৩। এক টুকরা কাপড় আকন্দের দুধে ৩ বার ভিজাইবে, ৩ বার শুকাইবে তৎপর গব্য ঘৃতে ভিজাইয়া তন্মধ্যে কিছু পরিমাণ তবকী হরিতালের গুড়া ছিটাইবে। লোহার শিকের সঙ্গে একদিক জড়াইয়া দিবে। অন্যদিক হাতে ধরিয়া একটি চেরাগের নীচে একটি পেয়ালা রাখিয়া ঐ বাতি জ্বালাইবে। যে পরিমাণ ঘৃত বাতি হইতে পেয়ালায় পড়িবে তাহা শিশিতে পুরিয়া রাখিবে। মাথা বাদ দিয়া রাত্রিবেলা লিঙ্গের বাকী অংশে মালিশ করিবে। পান দ্বারা জড়াইয়া নেক্‌ড়া দ্বারা বাঁধিবে। এরূপ ২ সপ্তাহ করিবে। লিঙ্গ লম্বা, মোটা, শক্ত ও কার্যক্ষম হইবে।

৪। সমুদ্র-ফেনা পানিতে পিষিয়া লিঙ্গে মর্দন করিলে উহা উত্থিত ও বড় হয়।

৫। ছোট লিঙ্গ বড় বানাইতে হইলে উহা প্রথমতঃ ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধৌত করিবে। অতঃপর মোটা কাপড় দ্বারা খুব রগড়াইবে। প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হইলে তখন আদ্রকের মোরব্বার শিরা লাগাইবে। সঙ্গমের পূর্বে এরূপ করিলে উহা বড় ও শক্ত হইবে। সঙ্গমে শক্তি ও তৃপ্তি পাইবে। অবাধ্য স্ত্রী বাধ্য হইবে।

৬। নার্গিস ফুল গাছের মূল খুব উত্তমরূপে পিষিয়া উহা লিঙ্গে মালিশ করিলে জননেন্দ্রীয় খুব মোটা হইয়া থাকে।

৭। রাখাল শশার মূল ৭ দিন ছাগ-মূত্রে ভাবনা দিয়া তাহা লিঙ্গে প্রলেপ দিবে।

গণোরিয়া

ইহা লিঙ্গ ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত বিধায় এখানেই উল্লেখ করা হইল। গর্মি বা সিফলিস সর্বাঙ্গ ব্যাধি কিন্তু লিঙ্গ ব্যাধিও বটে। এজন্যেই পরক্ষণে গর্মি রোগের চিকিৎসা উল্লেখ করা হইবে।

গনোরিয়া একটি দুরারোগ্য ও কষ্টদায়ক ব্যাধি। বেশ্যালয় গমন, দুষ্টাযোনী গমন, অনিয়ম বেনিয়মে আহার-বিহারের দরুন রস ও রক্ত দূষিত হইয়া অথবা কোন স্থানে বংশানুক্রমে এই রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

১। শ্বেত পদ্মের কুড়ি। প্রত্যেকটি ১ তোলা লইয়া ১ ছটাক পানিতে চটকাইবে, রাত্রে শিশিতে রাখিয়া দিবে। ভোরে ঐ পানিটুকু ছাঁকিয়া চিনির সহিত পান করিবে।

২। তেঁতুলের বীচির গুড়া ১ তোলা, কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া ৪০ দিন সকালে সেবন করিবে। ইহাতে মূত্রনালীর যাবতীয় দোষ দূর হইবে, বীর্য এত গাঢ় হইবে যে, শীঘ্র বীর্যপাত হইবে না।

৩। তেঁতুলের কচিপাতা পানিতে পিষিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ পানি ২২ দিন ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবন করিবে। লিঙ্গের ঘা, জ্বালা পোড়া, রক্ত ও পুঁজ পড়া বন্ধ হইবে। পিচকারী দ্বারা মূত্রনালী পরিষ্কার করিবে। সারিবাদী সালসা দীর্ঘদিন সেবন করিলে রোগের উপশম হইতে পারে।

৪। সম পরিমাণ কাঁচা হলুদ ও আখের গুড় একত্রে চিবাইয়া উহার রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা দ্বারা ফলোদয় না হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে, বিলম্ব করিবে না।

গর্মি (সিফলিস)

ইহা বড়ই মারাত্মক ব্যাধি। লিঙ্গের বহির্ভাগে ফোঁড়া হইয়া থাকে। অনেক সময় উহার দরুন লিঙ্গ পচিয়া খসিয়াও পড়ে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও যখম হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে চুল্‌কানী আকারে প্রকাশ পায়। আবার অনেক জায়গায় প্রকাশই পায় না। অধুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ত পরীক্ষা করিয়া উহার সন্ধান পাওয়া যায়। চিকিৎসা বড়ই কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ।

চিকিৎসা

১। ত্রিফলার ক্বাথ অথবা ভীম রাজের রস দ্বারা গর্মিক্ষত ধৌত করিবে। গর্মিক্ষত পাকিয়া উঠিলে জয়ন্তী, কবরী, আকন্দের পাতার ক্বাথে ধৌত করিবে।

২। বাবলার পাতা চূর্ণ, ডালিমের খোসা চূর্ণ অথবা মানুষের কপালের হাড় চূর্ণ গর্মিক্ষতে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়। অবশ্য মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা না জায়েয।

৩। খয়ের ২ ছটাক, হরিণের শিং ভস্ম ২ ছটাক, গেঁটে কড়ি ভস্ম ১ ছটাক, তুঁতে ভস্ম ১ ছটাক, মোম ২ ছটাক, মাখন ১ পোয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া যখমে লাগাইবে।

ময়দার একটি ঠুলির মধ্যে ৪ রতি শোধিত পারদ, উহার উপর রস কর্পূর রাখিয়া ঠুলির মুখ এমনভাবে বন্ধ করিবে যেন পারদ দেখা না যায় এবং বাহিরেও না থাকে। অতঃপর ঠুলিটির উপরে লবঙ্গের গুড়া মাখাইয়া এমনভাবে গিলিয়া খাইবে যেন দাঁতে না লাগে। উহা সেবনান্তে পান খাইবে।

তদ্‌বীর

১। সোনার এক টুকরা পাতের উপর নিম্নোক্ত তদ্‌বীর লিখিয়া সঙ্গমকালে জিহ্বার নীচে রাখিবে। উহা জিহ্বার নীচে থাকাকালীন লিঙ্গ শক্ত লৌহদণ্ডের ন্যায় থাকিবে।

لا م ع ط ط ع ٩ عـــــق

২। লিঙ্গের উপরে সঙ্গমের পূর্বে লিখিবে— محسعليفعليل

৩। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় লিখিয়া তাবীজরূপে কোমরে ধারণ করিলে শীঘ্র বীর্যপাত হইবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّأْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

قُلْنَا يٰنَارُكُوْنِىْ بَرْدًاوَّسَلَامًا عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰا هُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ৩ বার

سَلَامٌ قَوْلًامِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ৩ বার

چار قُلْ ৩ বার

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ ৩ বার

প্রত্যেকটির পূর্বে ১ বার সূরা-ফাতেহা পড়িয়া পানিতে দম করিবে। কম পক্ষে দৈনিক তিনবার সেবন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া সেবন করিবে। এরূপ ৪০ দিন ব্যবহার করিলে খোদা চাহে ত মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও গণোরিয়া নিরাময় হইবে।

৫। افحسبتم الاية ৩ বার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পনি ১০ দিন দৈনিক ২/৩ বার সেবন করিলে যখম ও দানা বেশী হইবে। ১০ দিন পর পানি পান বন্ধ করিয়া দিবে। সরিষার তৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিবে। উপরোক্ত আয়াত পড়িয়া উহাতে দম দিয়া ১২০ দিন মালিশ করিবে এবং এই ১২০ দিন আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া সেবন করিবে খোদা চাহে ত সিফলিস দূর হইবে।

ধ্বজভঙ্গে সুপথ্য—মনের আনন্দ, অগ্নি বল অনুযায়ী বলবর্ধক ও তৃপ্তিকর আহার।

কু-পথ্য—অতিচিন্তা, কুচিন্তা, কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন, গরুর গোশ্‌ত, টক, ঝাল, মৈথুন, রাত্রি জাগরণ।

গণোরিয়া ও সিফলিসের সুপথ্য—দিনে পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, ছোলার ডাইল, আলু, পটল, ডুমুর, মানকচু, ওল, উচ্ছে, থোড়, শজিনাডাটা, কপি। রাত্রে রুটী, লুচি, সাগু,

বার্লি, রাজভোগ, রসগোল্লা, গজা, পেস্তা, বাদাম, বেতের ডোগা, গন্ধ ভাদুলে, কবুতর, মুরগী মাংস, দুধ প্রভৃতি।

কুপথ্য—নূতন চাউলের ভাত, মাষকলায়ের ডাইল, লঙ্কার ঝাল, গুড়, দধি, মাছ, বোয়াল মাছ, বমি, পচা, রাত্রি জাগরণ, দিবা নিদ্রা, উপবাস, অধিক বায়ু সেবন, অগ্নি সন্তাপ, প্রখর রৌদ্র সেবন, অতিরিক্ত ব্যয়াম, স্ত্রী সঙ্গম, মটর ডাইল, বেগুন, গরুর গোশ্‌ত, পিঠা, কটুরস, উষ্ণ বীর্য, অধিক লবণ ইত্যাদি।

যোনি ব্যাধি

অসাবধানতা, অজ্ঞতা, নানাবিধ কুপথ্য আহারের কারণে রস ও রক্ত দূষিত হইয়া নানা-প্রকার ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের গণোরিয়া, সিফিলিস দেখা দিলে উহার চিকিৎসার্থে পূর্বোক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা জটিল হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিবে না।

চিকিৎসা

১। যোনি ঢিলা হইলে এবং উহা হইতে সর্বদা পানি বাহির হইতে থাকিলে কিছু তেঁতুল বীজ চূর্ণ তূলায় পেঁচাইয়া যোনি মধ্যে কিছুদিন ধারণ করিলে পানি পড়া বন্ধ হয়, শক্ত ও কুমারীর সদৃশ সংকীর্ণ হইয়া থাকে। যাবতীয় যোনি পীড়া দূরীভূত হয়।

২। ভেড়া বা বকরীর পশমের ময়লা যোনি মধ্যে ধারণ করিলে পানি পড়া বন্ধ হয়।

৩। গর্ভাবস্থায় যোনিদ্বারে জখম হইলে বিশেষ কিছু করার নাই। সন্তান প্রসবের পর আপনা থেকেই উহা নিবারিত হয়। অবশ্য কিছুটা মাখন লাগাইলে উপকার হইয়া থাকে।

৪। বলদ গরুর পিত্তে মিহিন পশম ভিজাইয়া একটু দীর্ঘদিন যোনি মধ্যে ধারণ করিলে কিংবা খরগোশের চর্বি অথবা উহার পনিরের সহিত কিছু গোল মরিচ চূর্ণ মিলাইয়া যোনি মধ্যে ব্যবহার করিলে উহা শক্ত দৃঢ় ও সংকীর্ণ হইয়া কুমারী সদৃশ হইয়া থাকে।

৫। ডিমের খোলের পাতলা পরদা ভালরূপে পিষিয়া উহার সহিত বাচ্চা কবুতরের রক্ত মিলিত করিবে। ২/৩ দিন উহা যোনিদ্বারে ব্যবহার করিলে যোনি দৃঢ় ও সংকীর্ণ হইয়া থাকে।

বাজীকরণ ও সতর্কীকরণ

ধ্বজভঙ্গে যে সব বাজীকরণ ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ব্যবহার করিতে ঋতু, বয়স ও জরুরত অনুযায়ী ব্যবহার করিবে। শুধু স্ত্রী বিলাসের জন্য ইহা ব্যবহার করিবে না। স্বাস্থ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

যৌন সম্ভোগের জন্য কৃত্রিম উপায়ে কামাগ্নি প্রজ্বলিত করা চিকিৎসা শাস্ত্রমতে অবৈধ। স্বাস্থ্যের সাধারণ উন্নতির সহিত জনন শক্তিও শক্তিশালী হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য ভাল হইলে শক্তি প্রচুর থাকিলে ধৈর্যও হইয়া থাকে। অতএব, সাবধান, স্বাস্থ্য হীনাবস্থায় অধৈর্যের চাহিদায় এবং ভাল স্বাস্থ্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া সর্বশান্ত হওয়া সমীচীন নহে। অতি সহবাসের পরিণাম বড়ই খারাপ। কামাগ্নি প্রজ্বলিত কখনও করিবে না। সবকিছুই ভাবিয়া চিন্তিয়া করিবে।

স্বপ্নদোষ

কুচিন্তা, নভেল-নাটক অধ্যয়ন, অশ্লীল সিনেমা ও উলঙ্গ ছবি দর্শন, অনিয়ম অখাদ্য ভক্ষণের দরুনও স্বপ্নদোষ ব্যাধি হইয়া থাকে। চিকিৎসার্থে সর্বপ্রথম আসল কারণ দূর করিবে। সৎসর্গ

অবলম্বন করিবে। মন প্রফুল্ল রাখিবে। চিৎ হইয়া বা উপুড় হইয়া শয়ন করিবে না। প্রস্রাব ও পায়খানার বেগ লইয়া ঘুমাইবে না।

অতি উষ্ণ দ্রব্য, কটু ও ঝাল দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে না, বিশেষতঃ রাত্রের বেলা।

চিকিৎসা ঃ ১। শয়নের সময় এক টুকরা সীসা কেমরে ধারণ করিবে এবং উহা গুর্দা বরাবর রাখিবে স্বপ্নদোষ নিবারিত হইবে।

২। শয়নের পূর্বে ৵০ কাবাব চিনি চূর্ণ সেবন করিলে স্বপ্নদোষ হইবে না।

তদ্‌বীর

৩। ঘুমাইবার পূর্বে সূরা-তারেক حافظ পর্যন্ত পড়িলে স্বপ্নদোষ হইবে না।

৪। শয়নকালে অঙ্গুলি দ্বারা ডান উরুতে লিখিবে آدم এবং বাম উরুতে লিখিবে حواء কোন দিন স্বপ্নদোষ হইবে না।

৫। পেটে অসুখ থাকিলে উহার চিকিৎসা করিবে। নিম্নোক্ত দো'আ লিখিয়া তাবীযরূপে ধারণ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

بسم الله الذى لا يضرمع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء و هوالسميع العليم

শুক্র তারল্যের কারণে স্বপ্নদোষ হইলে বিজ্ঞ কবিরাজ বা হাকীম দ্বারা চিকিৎসা করাইতে দেরী করিবে না। শুক্র তারল্য না হইলে এবং কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া স্বপ্নদোষ হইলে আর কোন চিকিৎসায় ভাল ফল না হইলে বিবাহের দ্বারা স্বপ্নদোষ নিবারিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কোষ ব্যাধি

উহাকে দলকোষও বলা হয়। বীর্য উৎপাদন এবং ঐ বীর্যকে সন্তান উৎপাদন উপযোগী করিবার নিমিত্ত আল্লাহ্ পাক কোষদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোষদ্বয় নষ্ট কিংবা বিকৃত হইয়া গেলে শুক্রাল্পতা, শুক্রহীনতা, শুক্রতারল্য প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। দলকোষদ্বয়কে নিঁখুত রাখিবার সর্বপ্রকার যত্ন লইতে হইবে। একবার কোষ ব্যাধি হইলে প্রায়ই উপশম হয় না।

একশিরা, কুরণ্ড ও অন্ত্রবৃদ্ধি

দীর্ঘদিন পেটের পীড়া, আহার-বিহারে ব্যতিক্রম, অতিরিক্ত বোঝা বহন, মলমূত্রের বেগ ধারণ, অনুপস্থিত বেগে কুন্থনো আঘাত এবং উৎকট ব্যায়ামাদি হেতু বাতাদি দোষ ও দূষিত রস কোষ থলিতে সঞ্চিত হয়। রগ স্ফীত হয়, পানিও সঞ্চিত হইয়া থাকে। কিছুদিন পর কোষ থলিস্থিত পানি মাংসে পরিণত হইলে একমাত্র অপারেশন ছাড়া কোন কার্যকরী উপায় থাকে না। আবার অধিকাংশ সময় অপারেশন দ্বারাও আশাতীত ফল হয় না। রোগত্রয়ে যাহাতে বাহ্য খোলাসা হয় সেদিকে খুব দৃষ্টি রাখিবে।

চিকিৎসা

১। বচ ও শ্বেত সরিষা অথবা শজিনা ছাল ও শ্বেত সরিষা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষের শোথ কমিয়া থাকে।

২। ত্রিফলার ক্বাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া প্রতিদিন পান করিলে কোষের শোথ বিনষ্ট হয়।

৩। একটি ভাল তামাকের পাতা কোষে জড়াইয়া বাঁধিবে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত রাখিবে। রোগী দুর্বল হইলে উহা ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ ইহাতে বমি হইতে পারে।

৪। শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে একশিরা ও কুরণ্ড প্রশমিত হয়।

৫। সরিষার তৈলে কর্পূর মিশ্রিত করিয়া কোষে মর্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৬। বড়েলার সহিত এরণ্ড তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে পেটের আধ্যান ও বেদনার সহিত অন্ত্রবৃদ্ধিও প্রশমিত হয়।

৭। সর্বদা লেংগোট ব্যবহার করিবে। লেংগোটই উক্ত রোগসমূহের মহৌষধ।

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, পটোল, বেগুন, আলু, ডুমুর, গন্ধ ভাদুলে, করলা, উচ্ছে, মূলা, রসুন, পুনর্নবা, মানকচু, শজিনার ডাটা, আদা, তিক্তদ্রব্য, গরম পানি পান, স্নান, রাত্রে রুটী, লুচি ইত্যাদি লঘু ও রক্তপ্রদ দ্রবাদি।

কু-পথ্য—গুরুপাক দ্রব্য, অম্ল, দধি, পুঁইশাক, পাকা কলা, বাত শ্লেষ্মাকর দ্রব্য, শীতল পানি, অতিরিক্ত চলা-ফেরা, দিবানিদ্রা, মলমূত্রের বেগ ধারণ, অজীর্ণ সত্ত্বে পুনর্ভোজন, ডাব, ইক্ষু, টিউবওয়েলের পানি, কূয়ার পানি, বাসী ভাত, কাঁঠাল, খেসারী ডাইল, পিঠা, গোশ্‌ত প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য এবং পানি বহুল দ্রব্যাদি অহিতকর।

গুহ্যদ্বার ব্যাধি

অর্শ—ক্রিমির ন্যায় একটি রোগ শঙ্কর ব্যাধি। ইহা হইতে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে ইহা বংশানুক্রমিক ব্যাধিও বটে। অনেক সময় বরং প্রায়ই আহারাদির ত্রুটির দরুন এবং ক্রিমি দ্বারা রোগ হইয়া থাকে। অর্শ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণনাশক না হইলেও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক এবং অসুবিধাজনক ব্যাধি।

অর্শের লক্ষণ—উদর ভার, দৌর্বল্য, কুক্ষিতে গুড়গুড় ধ্বনি, উদ্‌গার, পদদ্বয়ের অবসাদ, দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি, পীতবর্ণতা, কাশ, শ্বাস, মুখস্রাব, গুহ্যস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিমান্দ্য মলদ্বারে যন্ত্রণা, মলদ্বার স্ফীতি, রক্তস্রাব প্রভৃতি।

বাহ্যবলি—উহা গুহ্যদ্বারের বাহির দিকে মাংসাঙ্কুরের ন্যায় নরম বা শক্ত হইয়া মলদ্বার সংকীর্ণ করিয়া দেয়। রোগীর মল খুব শক্ত হইলে অনেক সময় মলদ্বার ফাটিয়া যায় এবং তথা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। বাহ্যবলি অচিরুৎপন্ন হইলে উহার চিকিৎসা সুখসাধ্য।

মধ্যবলি—উহা গুহ্যদ্বারের মধ্যভাগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দীর্ঘদিন উৎপন্ন বাহ্যবলি এবং মধ্যবলিজাত অর্শ বড়ই কষ্টসাধ্য।

অন্তর্বলি—মলদ্বারের ভিতর দিকে শেষ প্রান্তে মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অন্তর্বলি জাত অর্শ অসাধ্য।

এই ত্রিবিধ অর্শ আবার দ্বিবিধ। শুষ্ক অর্শ ও পরিস্রাবী অর্শ। শুষ্কার্শ হইতে রস ও রক্তস্রাব হয় না। শুধু মলদ্বার স্ফীত ও বোট বা মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া দ্বার সংকীর্ণ করিয়া থাকে। পরিস্রাবী অর্শে রস ও রক্ত কিংবা উহার কোন একটির স্রাব হইয়া থাকে।

যে কোন প্রকার হউক সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া আহার করিতে হইবে। যাহাতে নিয়মিত পরিষ্কার-ভাবে পায়খানা হইয়া যায় এরূপ খাদ্য-দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে। যে সব আহারে পায়খানা পরিষ্কার না হওয়ার সম্ভাবনা অথবা ক্রিমি বৃদ্ধি বা ক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে; এরূপ আহার কদাচিৎ করিবে না। অর্শরোগে ক্ষুদ্র ক্রিমির উপদ্রব দীর্ঘদিন থাকিলে ভগন্দর হইবার সম্ভাবনা আছে। পরিস্রাবী অর্শের প্রথমাবস্থায় রক্ত রোধক কোন ঔষধ ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ পরিস্রাবী অর্শের রক্ত বন্ধ হইয়া হৃদরোগ শ্বাস ও কাশের আক্রমণ হইতে পারে।

নূতন কিংবা পুরাতন অর্শ যদি ঔষধ প্রয়োগে উপশম না হয়, তখন ভাল অপারেশন করাইবে। অপারেশন ভাল না হইলে অর্শের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা খুব বেশী।

চিকিৎসা

১। পূর্ব হইতেই কিংবা অর্শ উৎপন্ন হইবার পর নিয়মিতভাবে সিংহ অথবা বাঘের চামড়ার উপর বসিলে অর্শ হইতে নিরাপদ থাকা যায়। (الرحمة فى الطب والحكمة)

২। মনসার আঠার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে লাগাইলে উহা খসিয়া পড়ে।

৩। আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, তিত লাউয়ের কচি পাতা, ডহর করঞ্জের ছাল গোমূত্রে পিষিয়া মাংসাঙ্কুরে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা শুষ্কার্শের একটি মহৌষধ।

৪। পুরাতন ইক্ষু গুড় পানিতে গুলিয়া তাহার সহিত ঘোষাফল চূর্ণ পাক করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করিলে মধ্য ও অন্তর্বলি প্রশমিত হয়।

৫। ঘোষা লতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্তার্শ বিনষ্ট হয়।

৬। মনসা বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈন্ধব কুড়, শিরিষ ফল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে লাগাইবে। ইহাতে বলি খসিয়া পড়ে।

৭। রক্তার্শের প্রথমাবস্থায় যদি অধিক রক্তস্রাব হইতে থাকে, তবে কিছুটা রক্ত বাহির হইবার পর খোসাতোলা কৃষ্ণ তিল ও মাখন প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হইতে পারে।

৮। প্রতিদিন একমুষ্ঠি বা অর্ধমুষ্ঠি কাঁচা চাউল খাইলে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ রক্তরোধক মুষ্ঠিযোগ।

৯। কিছুতেই রক্ত বন্ধ না হইলে কুড়চির ছাল অর্ধ তোলা বাটিয়া উহা ঘোলের সহিত পান করিলে রক্তস্রাব অবশ্যই বন্ধ হইবে।

১০। অর্শে অত্যধিক যন্ত্রণা থাকিলে লোবান ও ধুপের ধূম লাগাইবে।

১১। ওল চূর্ণ ১ ভাগ, চিতামূল ৮ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, গোলমরিচ ২ ভাগ, ত্রিফলা, পিপুল, পিপুল মূল, শতমূলী, তালিশ পত্র ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ প্রত্যক ৪ ভাগ, আলমূলী ৮ ভাগ, বিদ্ধড়ক ১৬ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, এলাচ ২ ভাগ, পুরাতন গুড় ১৮০ ভাগ, ওল প্রভৃতির চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক বা মা'জুন প্রস্তুত করিবে। ইহা অর্শ, শ্বাস, কাশ ইত্যাদি উপদ্রবে প্রযোজ্য।

তদ্‌বীর

সর্ব প্রকার অর্শে নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি তাবীজরূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২। ২১ তার (গুণ) লাল রং এর ।।০ গজ লম্বা কাঁচা সূতা লইবে। উহাতে ২১টি গিরা দিবে। প্রত্যেক গিরায় একবার সূরা-লাহাব পূর্ণ পড়িয়া দম দিবে। অতঃপর উল্টা দিক অর্থাৎ, ডান হইতে বাম দিকে যাইবে এবং প্রত্যেক গিরায়ঃ

لَآاِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

১০ বার পড়িয়া দম দিবে। তৃতীয় বার বাম হইতে ডান দিকে যাইবে এবং প্রত্যেক গিরায় ১ বার

وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

পড়িয়া দম দিবে। রোগীর কোমরে ধারণ করিতে দিবে।

ভগন্দর

গুহ্যদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে ২ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মধ্যে কোন এক স্থানে যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং সেই ব্রণ যদি পাকিয়া নালীরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভগন্দর বলে। ভগন্দরের নালি ক্রমশঃ এরূপ হইয়া যাইতে পারে যে, নালীর মুখ দিয়া মলমূত্র ও শুক্র পর্যন্ত নির্গত হয়। সকল প্রকার ভগন্দরই যন্ত্রণাদায়ক ও অতি কষ্টসাধ্য।

চিকিৎসাঃ—১। গুহ্যদ্বারের উক্ত স্থানে যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ উৎপন্ন হইবামাত্র বটপত্র পানিস্থিত ইষ্টকচূর্ণ, শুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণ প্রলিপ্ত করিবে। ইহাতে দূষিত রস ও রক্ত পরিষ্কার হইয়া ব্রণ বিনষ্ট হয়।

২। জাতি পত্র, কচি বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁঠ, সৈন্দব, ঘোলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর প্রশমিত হয়।

৩। ত্রিফলার ক্বাথে প্রতিদিন ক্ষত ধৌত করিবে।

৪। ক্ষত হইতে পুঁজ বাহির করিয়া শ্বেত আকন্দের তূলা লাগাইলে অতি সত্বর ঘা পুরিয়া থাকে।

৫। ভাত চটকাইয়া তাহা পিণ্ডাকার করিয়া অঙ্গারাগ্নিতে পোড়াইবে। অঙ্গারবৎ হইলে তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। একটু তুঁতে পোড়াইয়া তাহাও চূর্ণ করিবে। উভয় চূর্ণ একত্র করিবে। এই চূর্ণ ২/৪ দিন ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্লেদ দূর হয়, ক্ষত লালবর্ণ হইয়া শীঘ্র পুরিয়া উঠে।

৬। সরিষার তৈল অর্ধ সের; জারিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটে সিন্দুর মনছাল, রসুন, মিঠা বিষ, জারিত ও মরিত তাম্র প্রত্যেকটি ২ তোলা লইয়া সূর্যতাপে পাক করিবে। ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

তদ্‌বীর

১। ব্রণের সূচনায় পড়িবে بِتُرْبَةٍ مِّنْ اَرْضِنَا بِرِيْقِ بَعْضِنَا لِيَشْفِى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا এবং ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলিতে মুখের লালা সংযোগ করত মাটিতে লাগাইবে। যে মাটিটুকু অঙ্গুলিতে লাগিবে উহা ব্রণে লাগাইবে। ২/৩ দিন এরূপ করিলে ব্রণ ও বেদনা দূরীভূত হইবে।

২। اَفَحَسِبْتُمْ الاية তিনবার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পানি ৭ দিন পান করিবে। ৭ দিন পর তৈলের উপর رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ দশবার এবং مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا পড়িয়া দম দিয়া ঐ তৈল ১১ দিন মালিশ করিবে। খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে।

৩। চিনা বরতনে ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা লিখিয়া উহা ধৌত করিয়া সেবন করিবে।

অর্শ ও ভগন্দরের পথ্যাপথ্য

সুপথ্য—দিনে পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, মুগ, আলু, পটোল, ডুমুর, মানকচু, ওল, উচ্ছে, থোড়, শজিনা, ডাটা, কপি, চুনা মাছ প্রভৃতি লঘু পথ্য, রাত্রে রুটি, লুচী ও সাগু প্রভৃতি রুচিকর লঘু বলবর্ধক পথ্যাদি হিতকর। পেঁপে, (কাঁচা ও পাকা) বেতোশাক, নটেশাক, কলমিশাক, তিষ্ণাশাক, মোচা, কৈ, মাগুর, মৌরালা, রুহিত মৎস্যের ঝোল, ছাগ-দুগ্ধ, গব্য দুগ্ধ, মাখন, মিছরি, কৃষ্ণ তিল সুখাদ্য।

কুপথ্যঃ—ভাজা পোড়া দ্রব্য, দধি, পিষ্টক, (পিঠা); শিম, রৌদ্র, অগ্নি সন্তাপ, রাত্রি জাগরণ, মলমূত্র বেগ ধারণ, সাইকেল চালনা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি যানে গমনাগমন অহিতকর।

বাগী

বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া কুচ্‌কি ও সন্ধিতে শোথ উৎপাদন করে। এ সন্ধি স্থানে বিশেষতঃ উরু সন্ধিতে যে শোথ সঞ্চিত হয়, তাহাকে বাগী বলে। এই রোগে জ্বর ও বেদনা থাকে।

চিকিৎসাঃ ১। বাগী উঠিবার সময় বটের বা কালকুচের আঠা দ্বারা লেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। গুড় ও চুন কিংবা শজিনার আঠা ও চিনি একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বাগী নিবারিত হয়।

২। কৃষ্ণ জীরা হবুষ (Theuetia Nerieolia) কুড়, গম, কুলশুঠ, প্রত্যেক সমভাগ। কাঁজীতে পিষিয়া উহা উষ্ণ করত প্রলেপ দিবে। বাগী প্রশমিত হইবে।

৩। একটা কাক মারিয়া তৎক্ষণাৎ পেট ছিড়িয়া নাড়ীভুরি বাহির করিয়া ফেলিবে। অতঃপর উক্ত পেট দ্বারা বাগী আবৃত করিলে ক্ষণকাল মধ্যে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

শ্লীপদ (গোদ)

শ্লীপদ রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে কুচকিস্থানে বেদনা, শোথ ও জ্বর উপস্থিত হয়। ঐ শোথ ক্রমান্বয় কোন এক পায়ে কিংবা দুনো পায়ে নামিয়া পা হস্তী পদের ন্যায় হইয়া যায়।

বায়ুর প্রকোপ থাকিলে শ্লীপদ—কৃষ্ণবর্ণ, জ্বর ও বেদনা হয়।

পিত্তের প্রকোপ থাকিলে শ্লীপদ—পীতবর্ণ দাহ ও জ্বর হয়।

কফের প্রকোপ থাকিলে শ্লীপদ—কঠিন পাণ্ডুবর্ণ বা শ্বেত বর্ণ হইয়া থাকে।

চিকিৎসাঃ ১। শ্বেত আকন্দের মূল কাঁজীতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়।

২। কনক ধুতুরা মূল, এরণ্ড মূল, নিসিন্দা, পুনর্নবা, শজিনা মূলের ছাল ও শ্বেত সরিষা পিষিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা

৩। দেবদারু, চিতামূল গোমূত্রে বাটিয়া নরম করিবে। ইহা দ্বারা গরম গরম প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল উৎপন্ন শ্লীপদও শুকাইয়া যায়।

৪। মঞ্জিষ্ঠা যষ্ঠি মধু, রাস্না, শুড় কামাই পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে বাটিয়া শ্লীপদে প্রলেপ দিবে।

উক্ত প্রলেপাদির সহিত নিত্য গুলঞ্চের ক্বাথে সরিষার তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়।

৬। ত্রিকুট, (সমান সমান শুঠ, পিপুল ও গোলমরিচ) ত্রিফলা (আমলকী হরিতকী ও বহেড়া) চৈ, দারু হরিদ্রা বরুণ ছাল, গোক্ষুর, মুস্তিরী (বড় থুল কুড়ী ও গুলঞ্চ প্রত্যেক চূর্ণ ১ ভাগ

সর্বচূর্ণের সমান বিদ্ধড়ক চূর্ণ একত্র করিয়া অর্ধ তোলা মাত্রায় কাঁজীর সহিত পান করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

৭। ছিন্নুলোথ, পারদ, গন্ধক, তামা, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে, কড়ি ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম, ত্রিফট, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চ লবণ, চৈ, পিপুল মূল, হবুষ বচ, শটী, আকনাদী, দেবদারু, এলাচ, বিদ্ধড়ক, তেউড়ীমূল, চিতামূল, দন্তিমূল। প্রত্যেক ১ ভাগ, হরিতকের ক্বাথে মর্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান শীতল পানি।

তদ্‌বীর

১। বাগী, শ্লীপদ উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুক্‌না মাটিতে

২ বার قُلْ اَرَاَيْتُمْ ..... مَّعِيْنٍ ৩ বার وَ قِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ ..... الظّٰلِمِيْنَ - পড়িয়া দম দিবে এবং পাঠক নিজ মুখের থুথু ঐ মাটিতে নিক্ষেপ করত বাগী ও শ্লীপদ স্থানে প্রলেপ দিবে।

২। তার্পিন, সরিষার তৈল, পঞ্চ লবণ ও কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে

৩ বার	اَفَحَسِبْتُمْ ..... خَيْرُالرّٰحِمِيْنَ
৩ বার	ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ ..... عَذَابٌ اَلِيْمٌ
৩ বার	قُلْ اَرَاَيْتُمْ ..... مَّعِيْنٍ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرٰى

৩ বার	فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَآ اَمْتًا
৩ বার	وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ ..... نَذِيْرًا
১০ বার	رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ
১০ বার	مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا
২ বার	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ

পড়িয়া প্রতিবারে ঐ তৈলে দম দিবে। দেড় মাস দৈনিক ৪/৫ বার মালিশ করিবে। খোদা চাহে ত শ্লীপদ প্রশমিত হইবে।

পথ্যাপথ্য ঃ—কোষ ব্যাধির পথ্যাপথ্যের অনুরূপ।

গোড়শূল

পায়ের গোড়ালীর তলদেশে শূলনিবৎ বেদনা হইয়া থাকে। ইহা মারাত্মক না হইলে বড়ই কষ্টদায়ক ব্যাধি। এই রোগে রোগী চলাফিরা করিতে পারে না গোড়শূল রোগ প্রকুপিত পিত্তাধিক্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদ্দ্বারা নিয়মিতভাবে পায়খানা হইয়া যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কাঁচা হলুদ, নিমপাতা, গুঞ্চের ক্বাথ দীর্ঘদিন সেবন করিলে উহা প্রশমিত হইতে পারে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ ব্যবহার করিলে সুফল হইবে।

সর্বাঙ্গীন

কোমর বেদনা—অনিয়ম আহার-বিহার অসাবধানতা হেতু কোমর বেদনা হইতে পারে। কোষ্ঠ কাঠিন্য হেতুও কোমর বেদনা হয়। গুর্দা ব্যাধির জন্যও কোমর বেদনা হইতে পারে। রোগ ও কারণ নির্ণয় করতঃ উহার প্রতিকার করিবে।

১। ঠাণ্ডা লাগিয়া কোমরে বেদনা হইলে ২ তোলা মধু আধ পোয়া মৌরি ভিজান পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। তৎসঙ্গে ৬ মাশা কালাজিরা ২ তোলা মধুর সহিত চিবাইয়া খাইবে। ডান বা বাম কোকের বেদনায় ইহা বিশেষ উপকারী।

২। শীতকালে সন্তান প্রসবের পর স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্যাভাবেও প্রসূতির কোমরে বেদনা হইতে পারে। এই বেদনায় হাফ বয়েল আণ্ডার সহিত নেমক সোলাইমানী সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

৩। ঋতুকালীন কোমর বেদনাকে বাধক বেদনা বলা হয়। উহার চিকিৎসা বাধক অধ্যায় দেখিয়া লইবে।

৪। হাঁটু, কেনু, প্রভৃতি সন্ধিস্থলের বেদনায় ৩ মাশা পানিফল মিহিন করিয়া লাল চিনির বা ইক্ষু চিনির সহিত সেবন করত অর্ধ পোয়া মৌরি ভিজান পানির সহিত ২ তোলা খমিরা বনদশা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। খমিরা বনদশা হেকীমদের দাওয়া খানায় পাওয়া যায়।

৫। ধারোষ্ণ দুগ্ধ বিশেষ ফলপ্রদ।

৬। থানকুনির পাতা লবণের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোমর বেদনা বিদূরিত হয়।

৭। পিপুল মূলের ছাল শুকাইয়া উহার ১ তোলা মিহিন গুড়া চিনির সহিত ২১ হইতে ৪০ দিন সেবন করিলে বেদনা নিবারণ হয়।

ফোঁড়া ও ব্রণ

রোগ প্রথমে শরীরের অভ্যন্তরে পয়দা হয়। রোগটি বাহির হইবার সময় আমরা অনুভব করি। কাজেই যথা সম্ভব ফোঁড়া ও বিষফোঁড়া না বসাইয়া বরং পাকিয়া বাহির হইতে দেওয়াই মঙ্গলজনক।

১। একান্ত উহা বসাইয়া দিতে হইলে গম, যব ও মুগ সিদ্ধ করিয়া পিষিয়া প্রলেপ দিলে উহা বিলয়প্রাপ্ত হয়।

২। শজিনা মূলের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

৩। দশমূল বাটিয়া গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে। অতঃপর অগ্নিতে গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। ফোঁড়া বসিয়া যাইবে। যদি ইহাতে না বসে, তবে পাকিবার ঔষধ ব্যবহার করিবে।

৪। প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রবয, চালুনি পানিতে পিষিয়া প্রলেপ দিবে, কিংবা গোলমরিচ পানিতে ঘষিয়া লাগাইবে অথবা ঘুটের ছাইয়ের প্রলেপ দিবে। ইহাতে ব্রণ বসিয়া প্রশমিত হইবে। পোড়া মাটির প্রলেপও ঐরূপ কার্যকরী।

৫। চিরতা, নিমছাল, যষ্টিমধু, মুতা, বাসকছাল, পল্‌তা, ক্ষেত পাপড়া, বেনারমূল, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সর্বপ্রকার ব্রণ প্রশমিত হয়।

৬। রক্ত চন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল ক্ষুদে নটে, শিরিছাল, জাতাপুষ্প ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ব্রণের দাহ প্রশমিত হয়।

৭। গুলঞ্চ, পলতা, চিরতা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেত পাপড়া, খদিরকাষ্ঠ, মুতা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ব্রণের জ্বরাদি প্রশমিত হয়।

৮। শনবীজ (ঝম ঝুনিয়া), মূলাবীজ, মসিনা, শজিনাবীজ, তিল, সরিষা, যব ও গম। এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পুলটিস করিলে ফোঁড়া ও ব্রণ পাকিয়া উঠে।

৯। আমপাতা, নিমপাতা, কৃষ্ণ কলির মূল বা পাতা বাটিয়া তাহা ঘৃতাক্ত করিবে। পুরু করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ও ব্রণ পাকিয়া থাকে।

১০। গন্ধ বিরাজের পটি দিলে বসিবার শোথ বসিয়া যায় এবং পাকিবার শোথ পাকিয়া যায়।

১১। ছোট গোয়ালের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-ফোঁড়া পাকে, ফাটে ও পুঁজ নিঃসারিত হয়।

১২। করঞ্জ, ভেলা, দন্তি, চিতামূল, কবরী মূল এবং কবুতর, কাক অথবা শকুনীর মল। এই সকল দ্রব্য ব্রণে সংযোগ করিলে উহা ফাটিয়া যায়।

১৩। গরু দাঁত পানিতে ঘসিয়া তাহার বিন্দুমাত্র ফোঁড়া বা ব্রণে লাগাইলে অসাধ্য ও কঠিন শোথও পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

১৪। সাপের খোলস (ছলম) ভস্ম করিবে। ভস্ম সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা শোথ প্রলিপ্ত করিলে উহা পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

১৫। হাগর মালীর আঠা (Vallaris Heyni) দ্বারা প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল উৎপন্ন ক্ষতও প্রশমিত হয়। উচ্ছে পাতা, তুলসী পাতা, ইহাদের একটির প্রলেপ দিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে।

লোহার কোদালে পাতি লেবুর রসে শ্বেত আকন্দের মূল ঘষিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিলে অসাধ্য ক্ষতও নিবারিত হয়।

ব্রণ রাক্ষসী তৈলঃ—ইহা সর্বপ্রকার বিদ্রধি ও ব্রণের মহৌষধ।

প্রস্তুত প্রণালীঃ—সরিষার তৈল অর্ধসের কল্কার্থ, শোধিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটে সিন্দুর, মনছাল, রসুন, মিঠাবিষ, তাম্র। প্রত্যেকটি ২ তোলা, সূর্যতাপে পাক করিবে।

নালী ঘা

পক্ক শোথ উপেক্ষা করিলে অর্থাৎ পুঁজ বাহির করিয়া ফেলিলে এবং উহা দীর্ঘদিন বদ্ধাবস্থায় থাকিলে; চামড়া, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থি পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া ক্রমশঃ অভ্যন্তরের দিকে ধাবিত হয়। পুঁজ বাহির করা এবং পরিষ্কার করত যে সব ঔষধে নালী পুরিয়া উঠে এরূপ ব্যবস্থা করাই উহার চিকিৎসা—ক্ষতের নালী যতদূর পৌঁছিয়াছে, তাহা শলাকাদি দ্বারা নির্ণয় করত অস্ত্র দ্বারা চিরিয়া পুঁজ বাহির করিবে কিন্তু সাবধান যেন কোন রগ কাটিয়া না যায়। অতএব, আপারেশন ঠিক অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক হওয়া দরকার। অন্যথায় রগ কাটিয়া গিয়া অতিরিক্ত রক্ত বাহির হইতে পারে। কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

১। শজিনার মূলের ছাল, হরিদ্রা, কালিয়া কড়া, ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃতাক্ত করিয়া উহা একখণ্ড নেক্‌ড়ায় মাখাইয়া লইবে। শুষ্ক করিয়া ক্ষত স্থানে ধারণ করিবে। কয়েক দিন এরূপ করিলে পুঁজাদি বাহির হইবে এবং ক্ষত পুরিয়া উঠিবে।

২। বাগ ভ্যারেণ্ডার আটা ও খয়ের একত্রে ক্ষতস্থানে পুরিয়া রাখিলে উহা প্রশমিত হয়।

একখণ্ড কচি কলাপাতার এক পার্শ্বে সূঁচ দ্বারা অসংখ্য ছিদ্র করিবে। কলা পাতার ছিদ্রের উপরে কিছু হিঞ্চার শিকড় বিছাইয়া পাতার অপর দিক দ্বারা আবৃত করিবে। ছিদ্রদার পার্শ্ব ক্ষতের উপর

নেক্‌ড়া দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। ৫/৭ দিন পর্যন্ত প্রতিবার নূতন করিয়া উহা ধারণ করিলে উৎকট নালী ঘাও পুরিয়া উঠিবে। ইহা নালী ঘায়ের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

ব্রণ রাক্ষসী তৈল বিশেষ উপকারী। প্রস্তুত প্রণালী ফোঁড়া ও ব্রণ রোগ চিকিৎসা অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

জ্বর

এক দোষজ একটি রোগ শঙ্কর ব্যাধি। সে নিজেও মারাত্মক ও প্রাণ সংহারক সর্বাঙ্গীন ব্যাধি। জ্বর বহু প্রকার এবং উহার চিকিৎসাও খুব সহজ নয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারাই উহার চিকিৎসা করা ন্যায় সংগত।

আমরা এখানে সহজ ও সুলভ ঔষধপত্র ও পাচনাদি এবং মুষ্টিযোগের কথা উল্লেখ করিব যদ্দ্বারা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

বাত জ্বর

এই জ্বরে পিত্ত ও শ্লেষ্মা আপন আপন গতিতে চলিতে থাকে, একটু প্রবলও হইতে পারে। কিন্তু বায়ু বিকৃত ও প্রকুপিত হইয়া আপন গতিবেগ অতিক্রম করিয়া থাকে।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বাত জ্বরের লক্ষণ নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কম্প, হাই উঠা, কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হওয়া, নিদ্রা ভাল না হওয়া, হাঁচি না হওয়া। শরীর রুক্ষ, সমস্ত গাত্র বিশেষতঃ হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে অত্যন্ত বেদনা হওয়া, অধিক কথা বলা, মল কঠিন হওয়া, উদরুধ্যান ও উদর বেদনা হওয়া প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—১। এই জ্বরে হাত-পা ও মস্তক কামড়ানী থাকিলে গুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, রেণুকা, ধনে, সোনার মূল। ইহাদের ক্বাথে ।০ আনা চিনি ও ৵০ আনা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

২। এই জ্বরে—জ্বর খুব প্রবল হইলে এবং হাত-পা মস্তক কামড়াইতে থাকে। জ্বর বিরাম কালে যদি কয় (বমি) হয়, তবে বেল, শোনা, গম্ভারী, পারুল গণিয়ারী বেড়েলা, রাস্না, কুলখ কলায় ও কুড়। ইহাদের ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিবে। কম্প নিবারণার্থে গরম কাপড়ের পুটলী হাতের তালু, পায়ের তলা এবং বগলে ধারণ করিবে।

পিত্তজ্বর—এই জ্বরের বেগ খুব তীক্ষ্ণ হয়, অতিসারের ন্যায় তরল মলভেদ, অল্প নিদ্রা, কণ্ঠে, ওষ্ঠে, মুখে ক্ষত হইতে পারে, ঘাম হইতে থাকে। রোগী প্রলাপ বকে। মুখ তিক্ত হয়, মুর্ছা, দাহ ও পিপাসা হয়। মলমূত্র ও নেত্র পীতবর্ণ হয়। এই জ্বরে কোবলমাত্র পিত্ত প্রবল ও প্রকুপিত হয়।

পিত্তজ্বর চিকিৎসার্থে—ক্ষেতপাপড়া, রক্ত চন্দন, বালা, শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ বিশেষ উপকারী।

এই জ্বরে পিপাসা ও দাহ থাকিলে—বালা, রক্তচন্দন, বেলার মূল, মুতা ও ক্ষেতপাপড়া, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া কিঞ্চিত মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পিত্তজ্বরে তরল মলভেদ, বমি ও পিপাসা থাকিলে আম ও জামের কচিপাতা, বটের অঙ্কর, বেনার মূল ইহাদের সর্বমোট ৮ তোলা লইয়া পিষিবে, অতঃপর একটি মাটি বা কাঁচের পাত্রে রাখিয়া ছাকিবে। ঐ ছাকা পানিতে কিছু মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

উক্ত জ্বরে বমি, বমনভাব, অরুচি, কাশ, শ্বাস, অন্তর্দাহ, প্রলাপ, মুর্ছা, পিপাসা, গাত্র ঘূর্ণন থাকিলে কিস্‌মিস, রক্তচন্দন, পদ্মমূল, মুতা, কটকী, গুলঞ্চ, আমনবীবালা, বেনার মূল, লোধ,

ইন্দ্রযব, ক্ষেতপাপড়া, ফসলা, যষ্টিমধু, দুরালভা, প্রিয়ঙ্গু, বাসক, গাব, চিরতা, ধনে ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

কফজ্বরঃ—এই জ্বরে বেগ মন্দা, আলস্য মুখ মিষ্টিভাব মলমূত্র ও নেত্র শুল্কবর্ণ,রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, শরীরের স্তব্ধতা, অবসন্নতা, গুরুতা, আহারে অনিচ্ছা, বমন, অপরিপাক, শীতানুভব, মুখ ও নাক দিয়া পানিস্রাব, কাশ, অরুচি, সাধারণত এই সমস্ত লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা

১। ছাতীম ছাল, গুলঞ্চ, নিমছাল, গাবছাল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কফ বিনষ্ট হয় এবং জ্বরের উপশম হয়।

২। শুঁঠ পিপুল, গোলমরিচ, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, কটকী, ইন্দ্রযব। ইহাদের ক্বাথ পান করিলে জ্বর বিনষ্ট হয়।

৩। কটকী, চিতামূল, নিমছাল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব ও মূর্বামূল, (শোচ মুখী) ইহাদের ক্বাথ মরিচচূর্ণ ও মধুসহ পান করিলে প্রবল কফ জ্বর বিনষ্ট হয়।

৪। কফজ্বরে কফের অত্যন্ত প্রকোপ, শ্বাস, কাশ, বক্ষ বেদনা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি শ্লেষ্মজ উপদ্রব থাকিলে কন্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও পিপুল ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ পাচন।

কফজ্বরে দৌর্বল্য ও শ্রবণ শক্তির অল্পতা ঘটিলে নিসিন্দার পাতার ক্বাথ পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিতে দিবে। ঐ জ্বরে কাশ অত্যন্ত প্রবল হইলে বাসক ছাল, কন্টকারী ও গুলঞ্চ। ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিতে দিবে।

দ্বিদোষজ জ্বর

বাত, পিত্তজ্বর—প্রকুপিত বায়ু ও পিত্তের আধিক্যে যেমন নাড়ীতে অনুভব হয়, তেমনভাবে বাত ও পিত্তের লক্ষণাদি বাহ্যিক ভাবেও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

চিকিৎসা

১। চিরতা, গুলঞ্চ, কিস্‌মিস, আমলকী, পিপুল শুঁঠ ও শঠি। ইহাদের পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত পান করিলে পিত্তের প্রশমন ও জ্বরের নাশ হইয়া থাকে।

২। মুতা, ক্ষেত পাপড়া , নীলসুদী, চিরতা, বেনার মূল, রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ পাচন।

৩। গুলঞ্চ, মুতা, ক্ষেত পাপড়া, চিরতা, শুঁঠ। এই পাঁচটি দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে বাতপিত্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

৪। রাস্না, বাসক ছাল, ত্রিফলা, সোন্দাল ফল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাত পিত্ত জ্বরের উপশম হয়। কোষ্ঠের শুদ্ধিও হইয়া থাকে।

পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বর

১। এই জ্বরে অরুচি ও বমি প্রভৃতি পৈত্তিক ও শ্লৈষ্টিক উপদ্রব থাকিলে উহার প্রতিকারার্থে—পলতা, রক্তচন্দন, মূর্বমূল, কটকী, আকনাদি ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

২। পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরে দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, কাশ, বমি ও পার্শ্ব বেদনা থাকিলে—কন্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটি, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরলতা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুতা, পলতা ও কটকী ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

বাত শ্লেষ্মা জ্বর

এক দোষজ জ্বর অপেক্ষা দ্বিদোষজ জ্বর কঠিন। দ্বিদোষজ জ্বরের মধ্যে আবার বাত শ্লেষ্মা জ্বর অতি কঠিন। সকল দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ জ্বর খুব কঠিন এবং উহার লক্ষণাদি প্রবল হইলে উহাকে জ্বর বিকার বলা হয়।

চিকিৎসা

১। বাত শ্লেষ্মা জ্বরে যদি সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা, শির বেদনা, কাশ ও অরুচি থাকে, তবে নিম্নোক্ত পাচন মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নিমছাল, গুলঞ্চ, শুঠ, দেবদারু, কট ফল, কটকী ও বচ। এই সমুদয় দ্রব্য থেতো করিয়া পানি দ্বারা জ্বাল দিয়া পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

২। এই জ্বরে যদি অপাক, অনিদ্রা, পার্শ্ব বেদনা এবং কাশ ও শ্বাস থাকে তাহা হইলে দশমূল পাচন অর্থাৎ বেল, শ্যোনা, গম্ভারী, পারুল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি কন্টকারী ও গোক্ষুর যথাসম্ভব মূলের ছালের ক্বাথ, পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ পান করিতে দিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ পাচন।

৩। বাত শ্লেষ্মা জ্বরে যদি হিক্কা, শোষ, গলাবদ্ধতা, কাশ ও শ্বাস থাকে তাহা হইলে দেবদারু, ক্ষেত পাপড়া, বামুনহাটি, মুতা, বচ, ধনে, কট ফল, হরিতকী, শুঁঠ ও নাটাকরঞ্জ ইহাদের ক্বাথ শোধিত হিং ও মধুসহ পান করিতে দিবে।

৪। প্রবল বাত শ্লেষ্মা জ্বরে এবং সান্নিপাতিক জ্বরে গাত্রের স্তব্ধতা ও বেদনা নিবারণার্থে বালুকা স্বেদ খুবই উপকারী। কিন্তু, লিঙ্গ কোষ, চক্ষু ও হৃদয়ে স্বেদ দিবে না। একটা পাত্রে বালুকা উত্তপ্ত করিবে, পরে একখণ্ড কাপড়ের উপর বা আকন্দের পাতা বিছাইয়া উহার উপর গরম বালুকাগুলি ঢালিয়া একটা পুটলি বাঁধিয়া কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে। যখন শীত, বেদনা, দেহের স্তব্ধতা ও গায়ের গুরুতা নিবারণ হইবে তখন আর স্বেদ দিবে না।

৫। প্রবল বাত শ্লেষ্মা জ্বরে বুকে শ্লেষ্মা বসিলে বাক্য রোধ কিংবা রোগী তন্দ্রাভিভূত হইলে, বুকে ও পার্শ্বদ্বয়ে স্বেদ দিবে। স্বেদ দিতে কখনও ভয় পাইবে না বা দেরী করিবে না। পান বা আকন্দের পাতা খুব পুরাতন উষ্ণ ঘৃতে সিক্ত করিয়া স্বেদ দিবে।

ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক জ্বর

ত্রিদোষজনিত রোগ মাত্রই বিপজ্জনক। তন্মধ্যে ত্রিদোষজনিত প্রবল জ্বর অর্থাৎ সান্নিপাতিক জ্বর খুবই ভয়ঙ্কর। সান্নিপাতিক জ্বর হইবা মাত্রই অভিজ্ঞ ডাক্তার, কবিরাজ কিংবা হেকিম দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

১। সান্নিপাতিক জ্বরে শরীরের সর্বত্র পানির সঞ্চার হইয়া থাকে। যতক্ষণ ঐ পানিকে পরিপাক কিংবা বহিষ্কার না করা যায়, ততক্ষণ ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক হয় না। অতএব, বারংবার স্বেদ দ্বারা শরীরের রস ও ফল শুকাইতে বা বাহির করিতে হইবে।

২। তন্দ্রা সান্নিপাতিক জ্বরের একটি লক্ষণ। রোগী প্রায়ই তন্দ্রা দিয়া থাকিলে কিংবা অচেতন থাকিলে একটা মোরগ যবেহ করিয়া উহার পেটের নাড়ীভুঁড়ী প্রভৃতি ছিড়িয়া বাহির করিবে এবং মোরগের ঐ খোলসে কিছুক্ষণ রোগীর মাথা ঢুকাইয়া রাখিলে রোগী চেতনা লাভ করিবে।

৩। গরম লৌহ দ্বারা পায়ের তলা কিংবা কপালে তাপ দিলে রোগী চেতনা লাভ করিয়া থাকে।

৪। কাল মুরগীর ডিমের তরলাংশ পান করিলে অথবা উহার নস্য লইলে সান্নিপাতিক জ্বরে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

৫। পিপুলমূল, পিপুল, সৈন্দব লবণ, ও মৌলফলের আঁটি (হিন্দীতে) মহুয়া, ডাক্তারীতে (Bassia) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদয় চূর্ণের সমান গোলমরিচের মিহিন গুড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ পানির সহিত পিষিয়া উহার নস্য লইলে রোগীর চেতনা হয়। তন্দ্রা, প্রলাপ ও মস্তকের ভার নিবারিত হইয়া থাকে।

৬। সৈন্দব লবণ, বিট লবণ ও সচল লবণ, আদার রসে মাড়িয়া গরম করতঃ উহার নস্য ব্যবহার করিলে বুকের ও মাথার অতি গাঢ় শ্লেষ্মাও তরল হইয়া বাহির হয়। তাহাতে মস্তকের ও হৃদয়ের ভার, পার্শ্ব বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

৭। সান্নিপাতিক জ্বরে যদি বাত এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ অত্যধিক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বেল, শ্যোনা, গম্ভারী, পারুল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি কণ্টকারী ও গোক্ষুর, চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ, মধু ও পিপুল চূর্ণসহ পান করিতে দিবে।

কর্ণমূল জাত শোথ

সান্নিপাত জ্বরের শেষ অবস্থায় কাহারও কাহারও কর্ণমূলে শোথ হইয়া থাকে। সেই শোথ অনেক সময় প্রাণনাশক হইয়া দাঁড়ায়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় শোথ উপস্থিত হইলে উহা সাধ্য, মধ্যাবস্থায় কষ্টসাধ্য এবং শেষ অবস্থায় প্রায়ই অসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

প্রথমে শোথের স্থানে জোঁক বসাইয়া রক্ত-মৌক্ষণ করিবে। পরে গেরিমাটি, সমুদ্র লবণ, শুঁঠ, বচ ও রাই সরিষা সমভাগে লইয়া কাঁজিতে পেষণপূর্বক তাহা উষ্ণ করিয়া শোথে প্রলেপ দিবে। ইহাতে শোথ বসিয়া যাইবে। যদি শোথ শুকাইয়া না যায়, তবে মসিনা বাটিয়া ঘৃতাক্ত করিয়া উষ্ণ করত বারংবার প্রলেপ দিলে শোথ পাকিয়া উঠিবে পরে অপারেশনপূর্বক পুঁজ বাহির করিয়া ক্ষত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে।

সান্নিপাত জ্বর অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি। অতি প্রাচীন অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সান্নিপাত, বিষম জ্বর প্রভৃতি জ্বরে একটি মাত্র ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইতেছে যাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা মোটেই নাই বরং উপকারই হয়। হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণ, মাক্ষিক, লৌহ, রৌপ্য, সৈন্দব লবণ ও মরিচ প্রত্যেক একভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, ধুতুরা ও শেফালিকা পাতার রস দশমূল ও চিরতার রসে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। অনুপান অবস্থা অনুযায়ী।

বিষম জ্বর ও জীর্ণ জ্বর চিকিৎসা

মুষ্টিযোগ—জ্বর যদি প্রত্যহ মন্দ মন্দ ভাবে হইতে থাকে এবং তাহাতে যদি হাত পা ও চক্ষু জ্বালা করে, রগ টিপ টিপ করে, মস্তক ধরে, অরুচি ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে—ক্ষেত পাপড়, শেফালিকা পত্র ও গুলঞ্চ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া শিলে থেতো করিয়া কলা পাতায় রাখিবে এবং তাহা অগ্নিতে সেঁকিয়া লইবে। অতঃপর উহা রাত্রিতে শিশিতে রাখিয়া পরদিন তাহার রস নিংড়াইয়া মধুসহ প্রতঃকালে অর্ধ ছটাক ও শয়নকালে অর্ধ ছটাক পান করিবে।

পালা জ্বর

উচ্ছে পাতা বা আসসেওড়া পাতা হস্তে মর্দন করিয়া তাহা নেক্‌ড়ায় বাধিয়া জ্বরের পালার দিন ঘ্রাণ লইবে। ইহাতে পালা জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

তদ্‌বীর

ঠাণ্ডা লাগা জ্বর বিশেষতঃ শিশুদের ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইলে নিম্নোক্ত তাবীজ তিনটি বিশেষ ফলপ্রদ, বহু পরীক্ষিত।

১ নং بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مُحِيْطُ

২ নং بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مُحِيْطُط

৩ নং بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مُحِيْطَطًا

ব্যবহার বিধি—১নং তাবীজটি নেকড়া দিয়া ডান হাতের বাজুতে বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে জ্বর বিরাম না দিলে পরদিন ঠিক ঐ টাইমে (যে টাইমে তাবীজটি বাঁধা হইয়াছে) উহা খুলিয়া বাম হাতের বাজুতে বাধিবে। ২ নং তাবীজ ডান হাতের বাজুতে বাধিবে। ইহাতে জ্বরের উপশম না হইলে তৃতীয় দিন ঠিক ঐ সময় ২নং তাবীজ খুলিয়া বাম হাতের বাজুতে ১ নং তাবীজের কাছে বাধিবে। ৩ নং তাবীজটি ডান হাতের বাজুতে বাধিয়া দিবে। আল্লাহ্ চাহে ত শীঘ্রই জ্বর বিরাম দিবে। জ্বর বিরামের পরও ৩দিন তাবীজ ধারণ করিলে জ্বর পুনরাক্রমণের আশঙ্কাও থাকে না।

গরম লাগা জ্বর

১। একখণ্ড কাগজে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া ডান হাতের বাজুতে ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ـ

২। নিম্নলখিত নক্‌শাটি এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া উহা এক গ্লাস পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে এবং ঐ পানি গরম লাগা জ্বরের রোগীকে সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বর নিবারণ হইবে।

৭৮৬

ن	١	م	ح	٧
٣٨	١١	١٩٨	٣٨	٤
١٩٦	٥١	٢	٢١٠	٩
٥	٣١	٧	٩٩	٤٩
٦	٢٩	٥٢	٣	٣٧

৩। ১১ বার দুরূদ শরীফ পড়িয়া তৎপর ৭ বার সূরা-ফাতেহা পড়িবে এবং কার্পাসের তূলার উপর ফুক দিয়া উহা ডান কানে দিবে।

৪। ৭ বার সূরা-ফাতেহা পড়িয়া পরে কিছু তূলার উপর ফুক দিয়া তৎপর ১১ বার দরূদ শরীফ পড়িবে এবং তূলা বাম কানে ধারণ করিতে দিবে।

প্রথম দিন যে সময় তূলা ধারণ করিবে, দ্বিতীয় দিনের ঠিক সেই সময় ডান কানের তূলা বাম কানে এবং বাম কানের তূলা ডান কানে দিবে। তৃতীয় দিনও ঐরূপ করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ সর্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হইবে।

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশে একদিকে আযান এবং অন্যদিকে একামতের শব্দগুলি লিখিবে। খোদা চাহে ত শীঘ্রই জ্বর বিরাম হইবে।

৫। যাবতীয় বেদনা ও জ্বরে চিনা বরতনে নিম্নোক্ত তদ্‌বীর লিখিয়া বৃষ্টি বা গোলাপের পানি দ্বারা ধৌত করিয়া ঐ পানি রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহার সামান্য পানি দ্বারা মুখ ও শরীর মুছিয়া দিলে জ্বর বিরাম দিয়া থাকে।

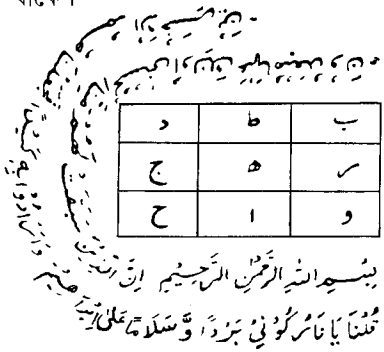

৬।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ جِلْدِى الرَّقِيْقَ وَ عَظْمِى الدَّقِيْقَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِيْقِ يَا اُمَّ فَلَاحٍ اِنْ كُنْتِ اٰمَنْتِ بِا للهِ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ فَلَاتُؤْذِ الرَّاْسَ وَ لَا تُفْسِدِ الْفَمَ وَلَا تَاْكُلِ اللَّحْمَ وَ لَا تَشْرَبِ الدَّمَ وَ تَحَوَّلِىْ عَنْ حَامِلِ هٰذَا الْكِتَابِ اِلٰى مَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ـ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

৭। দুই দিন বা তিন দিন অন্তর অন্তর জ্বরে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে;

بسم الله ولت بسم الله فرت بسم الله مرت بسم الله انصرفت بسم الله ادبرت بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِىْ وَ الَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَ يُسْقِيْنِىْ وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِىْ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَاءٌ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ وَ مَنْ نَّزَلَتْ عَلٰى قَلْبِهٖ اَنْ تَشْفِىَ حَامِلَ كِتَابِ هٰذَا ـ

৮। যে কোন প্রকার জ্বরে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে জ্বরের উপশম খোদা চাহে ত হইবে।